উচ্চমানের বিদ্যালয় শিক্ষার উপযোগী কুশলতাভিত্তিক এবং দায়বদ্ধতামুখী শিক্ষক প্রশিক্ষণ

কর্মরত প্রশিক্ষণ

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

উন্নতমানের বিদ্যালয় শিক্ষার উপযোগী
কুশলতাভিত্তিক এবং দায়বদ্ধতামুখী
শিক্ষক-প্রশিক্ষণ

কর্মরত শিক্ষণ

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
২৫/৩, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড,
কলকাতা-৭০০ ০১৯

এন সি টি ই দলিল নম্বর ৯৮/২১
সম্পাদক : ডঃ ডি. এন. খোসলা
প্রকাশনার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক : সোহন স্বরূপ শর্মা
অনুবাদক : ডঃ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়
অধিকর্তা রাজ্যশিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মূল গ্রন্থটি রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদের সদস্য সচিব কর্তৃক ১৬ মাহাত্মা গান্ধী মার্গ, আই পি এস্টেট, নিউ দিল্লী ১১০০০২ থেকে প্রকাশিত। এবং বঙ্গানুবাদ গ্রন্থটি ডঃ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, অধিকর্তা, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক ২৫/৩ বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৭০০০১৯ থেকে প্রকাশিত।

—ঃ অনুবাদকের কথা ঃ—

রাজ্য এবং কেন্দ্রীয়স্তরে যে সমস্ত বিষয় অগ্রাধিকার পেয়েছে তার একটি হল উন্নতমানের বিদ্যালয় শিক্ষা এ ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক জে. এস. রাজপুতের নেতৃত্বে এই পরিষদ বিদ্যালয় শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা ও প্রকাশণার নিত্যনতুন কজে নিয়োজিত আছে। তারই অঙ্গ হিসাবে রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয় শিক্ষা পরিষদ অধুনা "কম্পিটেন্সি বেসড্ এন্ড কমিট্‌মেন্ট ওরিয়েন্টেড্ টিচার এডুকেশন ফর কোয়ালিটি স্কুল এডুকেশন" এই নামের অধীনে দুটি পৃথক দলিল প্রকাশ করেছে। সেগুলি হল " ইনিসিয়েসন্ ডকুমেন্ট "এবং" ইন্-সার্ভিস এডুকেশন।"

উপরোক্ত দলিল দুটির ওপর এ রাজ্যের শিক্ষক প্রশিক্ষকের পারস্পরিক আলোচনার সুযোগ ঘটানোর জন্য রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদের ইচ্ছানুক্রমে, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ, আগামী ১৯-২০ মে ১৯৯৮ তারিখে দু-দিন ব্যাপী একটা কর্মশালার আয়োজন করেছে। এই কর্মশালায় যোগদানকারীদের আলোচনার সুবিধার্থে উক্ত দলিল দুটির বঙ্গানুবাদ বিতরন করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

'ইন্-সারভিস্ এডুকেশন' এর বঙ্গানুবাদটি 'কর্মরত শিক্ষা' নামে বর্তমানে প্রকাশ করা হল। এই দলিলে মুলতঃ কুশলতা ভিত্তিক কর্মরত শিক্ষক-প্রশিক্ষণ, পঠন-পাঠন সামগ্রীর প্রস্তুত করার দক্ষতা, কর্মী পরিচালনা, জনগোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কিত কাজ প্রভৃতি বিষয় স্থান পেয়েছে।

"রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ,এর অধিকর্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠানের সর্বব্যপী কর্মকান্ড নিয়ে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও আমি এই অনুবাদের দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়েছি। কারণ উন্নতমানের বিদ্যালয় শিক্ষার প্রতি আমার নিজের দায়বদ্ধতাকে আমি ব্যস্ততার অছিলায় পাশ কাটাতে চাইনি।'

বর্তমান দলিলের বঙ্গানুবাদ ও প্রকাশনার কাজে আমাকে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করেছেন রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক পরিষদের সভাপতি জে. এস. রাজপুত। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবার পরিভাষা এখনও আমার কাছে অপ্রতুল।

বর্তমান অনুবাদের কাজে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন সর্ব্বশ্রী তির্থঙ্কর দাস পুরকায়স্থ, ফাল্গুনী চক্রবর্ত্তী, অগ্নিবীন চ্যাটার্জ্জি এবং স্বপন সেহানবীশ। এঁদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

কলিকাতা
১৫ই মে, ১৯৯৮

ডঃ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও
প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মুখবন্ধ

রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদকে শিক্ষক-শিক্ষণের প্রায় সমস্ত বিষয় নিয়ে নানাধরণের নির্দিষ্ট এবং ব্যাপকতর কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষণের মান বৃদ্ধি করাই পরিষদের অন্যতম দায়িত্ব। এই উদ্দেশ্যে পাঠক্রম উন্নয়ন এবং পুনর্নবীকরণের যে কর্মসূচী ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে তারই অংশ হিসাবে রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদ কুশলতাভিত্তিক এবং দায়বদ্ধমুখী শিক্ষক শিক্ষণের পাঠ্যসূচীর উদ্ভাবন করেছে। এই পাঠক্রম মূলতঃ শিক্ষক-শিক্ষণের মান এবং যোগ্যতার বিপরীতে বিদ্যালয় শিক্ষার উপর আলোপাত করেছে।

বর্তমান পদক্ষেপের ভিত্তি হল প্রাথমিক স্তরে নূন্যতম শিক্ষার পর্যায়ক্রম নিয়ে আর এইচ দাভে কমিটির প্রতিবেদন প্রয়োগের ফলাফল। অধ্যাপক দাভে কমিটির প্রতিবেদনটি প্রায় সর্বত্রই শিক্ষকদের কাছে যথেষ্ট উৎসাহব্যাঞ্জক। এই ফলাফলকে ধরে রাখতে এবং বিদ্যালয় শিক্ষার মানকে শিক্ষক শিক্ষণের মাধ্যমে আরও অর্থবহ করার জন্য শিক্ষক শিক্ষণের প্রাথমিক পর্যায়ে একই ধরণের পদক্ষেপ নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। সেই অনুসারে উন্নতমানের বিদ্যালয় শিক্ষার উপযোগী কুশলতাভিত্তিক এবং দায়বদ্ধতামুখী শিক্ষক শিক্ষণের জন্য রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদ যে প্রারম্ভিক দলিল তৈরী করেছে সেখানে মূলতঃ এই পদক্ষেপের উৎস বিষয়ে আলোকপাত করা ছাড়াও কুশলতা, দায়বদ্ধতা এবং কর্মসম্পাদনার ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। আশা করা যায় এর মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষণের কর্মসূচীর উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

পূর্বেকার দলিল অভিব্যক্ত ধারণার উপর নির্ভর করে বর্তমান দলিলটিতেকর্মরত শিক্ষার রীতিকৌশগুলি স্থান পেয়েছে , এই পদক্ষেপের মাধ্যমে নূন্যতম শিক্ষার স্তরে অবিচ্ছিন্ন শিক্ষক-শিক্ষণের মাধ্যমে প্রাথমিক এবং উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যায়লে পঠন-পাঠনের কৌশলগুলিকে নতুন করে ভাবার এবং প্রয়োগ করার সুযোগ পাওয়া যাবে। একবার যদি এই পদক্ষেপকে কর্মরত শিক্ষক শিক্ষণের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে অন্তীকরণ ঘটানো যায় তা হলে শিক্ষক গঠনের কর্মসূচিতে আমূল পরিবর্তন আসবে। এন সি টি ই কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় স্তরে অনেকগুলি আলোচনা সভা থেকে উদ্ভুত ধারণাগুলি এই দলিলে স্থান পেয়েছে। অধ্যাপক ভি এস দেশপাণ্ডে এবং ডক্টর করনধিকারের নেতৃত্বে পুণাস্থিত ইন্ডিয়ান ইন্স্টিটিউট অফ্ এড্যুকেসনে বর্তমান দলিলের প্রথম খসড়াটি তৈরী করা হয়। অধ্যাপক আর এইচ দাভে পরবর্তী পর্যায়ে খসড়াটি তত্ত্বাবধান করেন। অধ্যাপক দাভেই এই সমগ্র প্রকল্পটির পিছনে প্রেরণা হিসাবে কাজ করেছেন। এই জন্যে পরিষদ বিভিন্ন স্তরে তার অবদানকে কৃতজ্ঞতার সহিত সম্রণ করেন। বর্তমান দলীলটি তৈরী করার ক্ষেত্রে অন্যান্য যাদের উল্লেখযোগ্য অবদান আছে তারা হলেন ড: পি এ প্যাটেল, ড. জি এন প্যাটেল এবং আমেদাবাদ স্থিত গুজরাট বিদ্যাপিঠ ও পুনাস্থিত ইন্ডিয়ান টি ইন্স্টিউটের সহকর্মীবৃন্দ। এস সি টি ই এর তরফে ড: কে ওয়ালিয়া প্রকল্পটির সংযোজকের ভূমিকা পালন করেছেন এবং খসড়াটি পরিসুদ্ধ করবার কাজে যে সমস্ত ব্যক্তি বিভিন্ন পরামর্শসভায় উপস্থিত থেকে তাদের অবদান রেখেছেন এবং খসরা রচনার ক্ষেত্রে যে সব ব্যক্তি নিয়োজিত ছিলেন তাঁদের ককলের কাছেই আমি বিশেষভাবে উপকৃত।

নিউদিল্লী

৩১ জানুয়ারী ১৯৯৮

জে এস রাজপুত

সভাপতি

রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদ্

কার্যকরী শিক্ষক প্রশিক্ষণ

জীবনের মানোন্নয়ণের জন্য সমাজিক জ্ঞান ও শক্তি উপার্জনের নামই শিক্ষা। ভালো ও সুষ্ঠ শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীর সম্ভবনাকে বিকশিত করায়, দক্ষতার প্রসার ঘটাতে ও আগ্রহ, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম।

শিক্ষার এই বিশাল সম্ভাবনার কথা মনে রেখে সব প্রগতিশীল সমাজই 'সকলের জন্য উন্নতমানের শিক্ষা' এই লক্ষ্য নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক প্রসারের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছে। তারা স্বীকার করে নিয়েছে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারের প্রয়োজনীয়তা যে ধীরে ধীরে সার্বিক রূপ নেবে এবং যতবেশী সম্ভব শিক্ষার্থীর হাতে জ্ঞানের শক্তি তুলে দেওয়া গুরুত্ব। এর ফলে আর্থসামাজিক এবং জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটানো সম্ভব হবে। উচ্চশিক্ষার সম্ভবনা, এদিক থেকে যদিও কম নয়, তবু তা মুষ্টিমেয়ের কাছেই সাধারণতর পৌঁছোবে। কিন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষা, এই মুহূর্তে প্রায় সমাজের প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় এবং সেজন্যেই ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় উন্নতির রূপরেখায় এর উচ্চমান ও কার্যকারিতার একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, কার্যকারী শিক্ষক প্রশিক্ষণের রয়েছে একটি বিশাল ভূমিকা। প্রকৃত পক্ষে এটিই হয়ে দাঁড়িয়েছে বিদ্যালয়ে পঠন পাঠনের উন্নতির প্রধান শর্ত। অন্যভাবে বলা যায় সকল বিদ্যালয়-শিক্ষকই নিয়ে আসে কার্যকারী শিক্ষক প্রশিক্ষণ।

শিক্ষার্থীর জীবনে ও তার বিকাশমুখী শিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকার পথপ্রদর্শকের। শিক্ষক যদিও পেশাগত দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা অর্জন করতে পারেন এবং যদি তিনি ক্লাসে ও ক্লাসের বাইরে জনগোষ্ঠীর মাঝখানে তাঁর বহুমুখী কাজ সমাপন করার ক্ষমতা রাখেন, তাহলে তা থেকে একটি শৃঙ্খল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে—শিক্ষকের সফল ভূমিকা পালনে যার শুরু এবং আরো বেশী বেশী সংখ্যক ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞানে, আবেগে ও মানবিক উন্নতির ক্ষেত্রে প্রকৃত শিক্ষার্জনে যার শেষ।

একদা, বিশেষ করে প্রাক স্বাধীনতাপর্বে, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ছিল এককালীন ব্যপার। কিন্তু এটি স্বাধীনতা পরবর্তীপর্বে অচল হয়ে পড়ল—বিশেষ করে আধুনিক যুগে এসে। বিংশশতাব্দীর গত দশকে বিদ্যালয় শিক্ষা এবং সমাজ দুইই অশ্রুতপূর্ব পরিবর্তনের মুখোমুখি হয়েছে, তার মধ্যে আছে প্রগতির বিকাশ, জনসংযোগের বিপ্লব, স্কুলের পাঠ্যক্রমে নিরন্তর রদবদল, দক্ষতা-ভিত্তিক ও দায়বদ্ধতামুখী শিক্ষার প্রচলন,।

ন্যূনতম শিক্ষামানের (এম. এল. এল.) জন্য 'শিক্ষার জাতীয় নীতি' (এন. পি. ই.) (সংশোধিত ১৯৯২) দ্বারা নির্দেশিত রণকৌশল, পাঠ্যবই ও অনুশীলন পুস্তিকার পরিবর্তন, শিক্ষণ সামগ্রীর বদল, কাজ নির্ভর ও আনন্দময় শিক্ষার প্রসার শিক্ষকের পড়ানো ছাড়াও স্বশিক্ষণ ও সম্বলিত পঠন পাঠনের ধারণার প্রয়োগ অপ্রতিষ্ঠানিকও বিকল্প শিক্ষা ব্যবস্থা অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড (ওবি) এর মতো প্রচেষ্টা, শিক্ষকদের জন্য দিক্ নির্দেশক প্রকল্প,(এস্ ও পি টি) প্রারম্ভিক ও প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি।

স্পষ্টতরই বিদ্যালয় ও সামাজিক স্তরে ঘটে যাওয়া বড় পরিবর্তনের এবং একবিংশ শতাব্দীর নতুন সব চ্যালেঞ্জের প্রভাব পড়েছে নতুন পাঠ্যক্রম রচনায় এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ার ওপর। শিক্ষক প্রশিক্ষণকে যদি কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হয় তবে তার পাঠ্যক্রমকে ও তার অন্যান্য দিকগুলোকেও ঢেলে সাজাতে হবে। আরো যেটি গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক প্রশিক্ষণকে গড়তে হবে নতুন বৃহত্তর আদলে। তাতে স্থান পাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি :

১) প্রাক্ চাকুরী পর্ব ও প্রারম্ভিক প্রশিক্ষণ

—শিক্ষকতায় যোগ দিচ্ছেন এমন সকলের পেশার সাথে সুষ্ঠু পরিচয় ঘটানো

২) চাকুরীকালীন পুনরাবৃত্তি শিক্ষক প্রশিক্ষণ

—যাঁরা চাকুরীতে আছেন সেই সব শিক্ষককে পেশায় নতুনতর প্রয়োজনের ভিত্তিতে সেমিনার ওয়ার্কশপ ইত্যাদির মাধ্যমে সুষ্ঠু পুনরাবৃত্ত প্রশিক্ষণ প্রদান।

৩) ধারাবাহিক পেশাদারী প্রশিক্ষণ

—নিজেদের ব্যক্তিগত আগ্রহ, প্রয়োজন, পেশাদারী দায়িত্বের কথা মনে রেখে শিক্ষকেরা নিজেরাই বই, সাময়িক পত্র, অডিও, ভিডিও সমগ্রী, স্থানীয়, জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক উৎসগুলোর সাহায্য নিয়ে নিজেদের শিক্ষিত করে তুলবেন।

৪) স্কুল অধক্ষ্য ও অন্যান্য শিক্ষাবিদদের পেশাদারী দিক নির্দেশ

—প্রিন্সিপ্যাল, সুপারভাইজার, কো-অর্ডিনেটর হিসেবে নিয়োগ বা পদোন্নতির পর

—সুষ্ঠু উন্নতিবিধানের জন্য পুনরাবৃত্তি দিক নির্দেশ

—নিজেদের আধুনিকতম তথ্যে ও পেশাদারী কুশলতায় সমৃদ্ধ করে চলা আর্ন্তজাতিক অভিজ্ঞতা ও যোগাযোগের প্রতি নিজেদের উন্মুক্ত রাখা

৫) উচ্চতর পেশাদারী শিক্ষায় উত্তরণ

—যোগ্য শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক এবং শিক্ষাবিদরা যাতে উচ্চতর শিক্ষা যেমন মাষ্টার্স বা ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করতে পারেন তার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা করা

—উচ্চমানের শিক্ষাবিদদেরকে পাঠ্যক্রম তৈরী করা, পাঠ্যপুস্তক রচনা করা, শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ, মূল্যায়ন, পরিকল্পনা, প্রশাসন পরিসংখ্যান ও গবেষণা প্রভৃতি বিশেষ দক্ষতার ক্ষেত্রগুলির জন্য প্রস্তুত করে তোলা

—প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে প্রশিক্ষণের জন্য দক্ষ ও সৃজনশীল প্রশিক্ষক তৈরী করার উপযোগী পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা করা

—আর্ন্তজাতিক যোগাযোগের জন্য পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা

৬) শিক্ষক প্রশিক্ষকদের মানসিক সমৃদ্ধি বিধানের সুযোগ

—সেমিনার, ওয়ার্কশপ, নিজস্ব রচনার উপস্থাপনা ও আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে নিজেদের উন্নতি

ঘটানোর সুযোগ

—শিক্ষা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা ও সৃজনশীল ভাবনা চিন্তা করার সুযোগ

—বিদ্যালয় শিক্ষা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের ওপর বিভিন্ন ভাবনা ও লেখালেখি প্রকাশ করার সুযোগ

—আর্ন্তজাতিক স্তরে যোগাযোগ স্থাপন

শিক্ষক প্রশিক্ষণের সুষ্ঠু প্রকল্প এইসব কটি দিককেই গুরুত্ব দেবে। প্রথম তিনটি বিষয় একেবারেই শিক্ষক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত, পরের তিনটি শিক্ষক প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নিবদ্ধ। প্রাক্‌চাকুরী পর্বের প্রশিক্ষণ এ সকল কিছুরই ভিত্তি রচনা করে দেয়।

শিক্ষক প্রশিক্ষণের পাঠ্যক্রমে নতুন রদবদলের প্রয়োজনের কথা মনে রেখে প্রথম তিনটি বিষয় আরো একটু খতিয়ে দেখা দরকার। এ প্রচেষ্টার লক্ষ্য হচ্ছে এটা সুনিশ্চিত করা যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকরা হবেন পেশাগতভাবে সুবেত্তা, তাদের দক্ষতা বারংবার পরিমার্জিত হবে, দায়বদ্ধতা বাড়বে, নিজেদের বিকাশে তাঁরা নিজেরাই হবেন উদযোগী এবং তাঁরা শ্রেণীকক্ষে, তার বাইরেও জনগোষ্ঠীর মধ্যে তাঁদের পেশাগত দক্ষতার ছাপ রাখবেন। এই তিনটি দিক তাই খুঁটিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রাক্‌চাকুরী পর্বের প্রশিক্ষণ হলো প্রয়োজনীয় শিক্ষা নিয়ে আসা একজন অ-প্রশিক্ষিত নবাগতকে দক্ষ ও দায়বদ্ধ শিক্ষকে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়া। চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণের মানে হল যাঁরা শিক্ষকতায় রয়েছেন তাঁদের ঘনঘন প্রয়োজনানুসারে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষতা ও দায়বদ্ধতাকে বাড়িয়ে তোলা—ক্লাসরুমের জন্য আবার ক্লাসরুমের বাইরের জগতের জন্যও। পাঠ্যক্রমে, শিক্ষণ পদ্ধতিতে, মূল্যায়ণে, ক্লাস সামলানোর ও শিক্ষার আগে নানা দিকে যতই নতুন নতুন পরিবর্তন ঘটছে, চাকুরীচলাকালীন প্রশিক্ষণে প্রয়োজনের প্রকৃতি ততই পাল্টে যাচ্ছে, আর সেজন্যই ঘনঘন প্রশিক্ষণ জরুরী হয়ে পড়েছে। অনেক সংস্থা এই কাজ হাতে তুলে নিয়েছে যেমন—ইন্‌স্টিটিউট অব্‌ এ্যাডভ্যান্স স্টাডিস ইন্‌ এড্যুকেশন (আই এ এস ই এস); কলেজেস্‌ অব টিচার এড্যুকেশন (সি টি ই); ডিস্ট্রিক্ট ইন্‌স্টিটিউট ফর এড্যুকেশন এ্যণ্ড ট্রেনিং (ডি আই টি ই); স্টেট ইন্‌স্টিটিউট অব্‌ এড্যুকেশনাল রিসার্চ এ্যণ্ড ট্রেনিং (এস আই ই আর টি); বোর্ডস্‌ অব সেকেন্ডারী এড্যুকেশনস্‌ (বি এস ই) এবং জাতীয় স্তরে ন্যাশনাল্‌ কাউন্সিল ফর টিচার এড্যুকেশন (এন সি টি ই); ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর রিসার্চ এ্যণ্ড ট্রেনিং এবং ন্যাশানাল ইন্‌স্টিটিউট্‌ অব্‌ এড্যুকেশনাল প্ল্যানিং অ্যণ্ড এ্যাডমিনিস্‌ট্রেশন (এন আই ই পি এ)।

প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ ছাড়াও, প্রতিটি শিক্ষকেরই কর্তব্য নিজের উদ্যোগেই কোন চর্চার কাজ চালিয়ে যাওয়া যাতে তার ব্যক্তিগত পেশার প্রয়োজনে নিজেকে আরো দক্ষ করে তুলতে পারেন। একজন ভালো শিক্ষক সারাজীবনই শিক্ষার্থী। এই স্ব-শিক্ষণ প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগকে সম্পূর্ণ করে ও আধুনিক যুগের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের এটি একটি নতুন মাত্রা এনে দেয়।

শিক্ষকদের পেশাদারী প্রশিক্ষণের এই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তিনটি দিকের কথা ভেবে প্রশিক্ষণ

পাঠ্যক্রমে বড় রকমের রদবদল জরুরী হয়ে পড়েছে। তাতে নিম্নলিখিত তিনটি বিচার্য বিষয় রয়েছে :

(১) আজকের দিনে শিক্ষকের কাজের বিশ্লেষণ

(২) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রদের অন্তর্ভুক্তি, তাদের স্কুলে ধরে রাখা, ও তাদের শিক্ষার মান উন্নতকরা কাজে কী কী জিনিষ প্রয়োজন হবে তার বিশ্লেষণ করা।

(৩) একবিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েকটি দশকে যে সকল নতুন দাবী ও নতুন চ্যালেঞ্জ দেখা দেবে সেগুলি চিহ্নিত করা।

আজকের দিনে শিক্ষকের কাজের বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের তুলনায় তাঁদের কাজের ক্ষেত্র অনেকগুণ প্রসারিত হয়ে গেছে। দেখা গেছে কলেজে থাকাকালীন তাঁরা যে শিক্ষা পেয়েছেন তা তাঁদের পেশার দায়িত্ব মেটাতে নেহাত অপ্রতুল। শিক্ষক, বাস্তবিক পক্ষে, একজন পেশাদারী কর্মী। তাই শিক্ষকদের তাঁদের কাজের বিচিত্র দাবীর মোকাবিলা করার জন্য নিবিড় প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত। সেইটি হবে প্রাক্ চাকুরী পর্বের কথা চাকুরী চলাকালীন প্রশিক্ষণের এবং ধারাবাহিক স্বশিক্ষণ প্রক্রিয়ার ও প্রধান উপাদান।

নতুন পাঠ্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে, কাজও প্রয়োজন-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পাঁচটি কাজের ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করা হয়েছে বিদ্যালয়-শিক্ষণের মান উদ্বুদ্ধ করার জন্য। সেগুলি হল :

(১) শ্রেণীকক্ষের কাজ : এতে আছে পঠন পাঠন, মূল্যায়ন ও ক্লাস সামলানো (২) বিদ্যালয় স্তরের কাজ, সকলের প্রার্থনাসভার আয়োজন করা, জাতীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তিথি উদ্‌যাপন এবং স্কুলের প্রশাসনে অংশগ্রহণ করা **(৩) বিদ্যালয়-বহির্ভূত কাজ** : সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ, ভ্রমণ ইত্যাদি **(৪) শিক্ষার্থীর পিতামাতার সাথে যোগাযোগ রাখা ও সহযোগিতা করা** : ছাত্রভর্তি করানো, শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে ধরে রাখা, উপস্থিতির হার বাড়ানো, উন্নতি পত্র নিয়ে আলোচনা, অর্জনের মান উন্নত করা ইত্যাদি এবং **(৫) জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ ও সহযোগিতা** : গ্রাম প্রশিক্ষণ, কমিটির কাজ, জনগোষ্ঠী ও বিদ্যালয় মিলে সম্মিলিতভাবে তিথি উদ্‌যাপন, বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য জনগোষ্ঠীর সহায়তা আদায় করা ইত্যাদি।

তাতে আছে আরো কিছু শিক্ষামূলক কাজ যার জন্য শিক্ষককে দক্ষতা অর্জন করতে হয় বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। তাই বাস্তব প্রশিক্ষণ দেওয়ার সময় হাতে কলমে পড়ানো দক্ষতা শুধু নয়, স্কুলে ও স্কুলের বাইরে নানা শিক্ষামূলক কাজের প্রত্যাশা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার ওপর জোর দেওয়া হয়।

এই সব কাজ যাতে শিক্ষকরা দক্ষতার সাথে করতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠ্যক্রমে পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে- প্রয়োজনীয় দক্ষতা ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করে নিয়ে। শিক্ষকরা তার ফলে শুধু যে তত্ত্বগুলি ভালোভাবে বুছবেন তাই নয়, তাঁরা তাঁদের দায়িত্বপালনের জন্য উপযোগী পেশাদারী অন্তর্দৃষ্টি এবং আত্মবিশ্বাসও অর্জন করবেন। আসলে শিক্ষকের দক্ষতাগুলো শেষ যদি শিক্ষার্থীর দক্ষতাকেই

বাড়াবে আর উন্নত হবে বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান। এই বহুবিধ লক্ষ্য অর্জনের জন্য শিক্ষকদের যে ধরনের দক্ষতা চাই তার মধ্যে আছে, ধারণা করার, বিষয় অনুধাবন করার, পরিপ্রেক্ষিত বোঝার, আদান প্দানের, মূল্যায়নের দক্ষতা ইত্যাদি। এইসব দক্ষতা একাধিক কাজের ক্ষেত্রে জরুরী, তত্ত্ব ও ব্যবহার যেখানে মিলে মিশে আছে বিশেষ কুশলতা সম্বলিত দশটি দক্ষতার ক্ষেত্র নিম্নরূপ ঃ

. (১) **পরিপ্রেক্ষিত বিষয়ক দক্ষতা**: সমাজে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ও তাতে শিক্ষকদের ভূমিকা (২) **ধারণামূলক দক্ষতা** : শিক্ষা, পঠন পাঠন, ও শিক্ষার মনস্তাত্বিক, সামাজিক ও স্নায়বিক দিক ইত্যাদি সম্পর্কিত ধারণা (৩) **পাঠ্যক্রম ও অধীতব্য বিষয়সংক্রান্ত দক্ষতা** : শিক্ষার বিশেষ স্তর অনুযায়ী যেমন, প্রারম্ভিক উচ্চ প্রারম্ভিক, মাধ্যমিক ইত্যাদি (৪) **আদানপ্রদান মূলক দক্ষতা** : সাধারণ, বিষয় ভিত্তিক ও স্তর ভিত্তিক (৫) **অন্যান্য শিক্ষামূলক কাজের দক্ষতা** : সকালের প্রর্থনাসভার পরিকল্পনা, আয়োজন ইত্যাদি (৬) **পঠন পাঠনের উপাদান সংক্রান্ত দক্ষতা** : পঠন পাঠনের ধ্রুপদী বিষয়গুলি শিক্ষণের নতুন প্রযুক্তি ও স্থানীয় সম্পদের প্রস্তুতি নির্বাচন ও ব্যবহার (৭) **মূল্যায়নের দক্ষতা** : মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী, পরীক্ষা ইত্যাদির পদ্ধতির প্রস্তুতি, নির্বাচন ও ব্যবহার (৮) **প্রসাসনিক দক্ষতা** : ক্লাসরুম সংগঠন, বিদ্যালয় বা জনগোষ্ঠীর মধ্যে কাজকর্ম (৯) **শিক্ষার্থীর পিতামাতার সাথে যোগাযোগ ও সহযোগিতা সম্পর্কিত দক্ষতা** : অভিভাবক, শিক্ষক সংগঠন ইত্যাদির সাথে যুক্ত কাজ (১০) **জনগোষ্ঠীর সাথে সংযোগ ও সহযোগিতা সংক্রান্ত দক্ষতা** : জনগোষ্ঠী ও বিদ্যালয়ের পারস্পরিক স্বার্থজনিত কাজকর্ম।

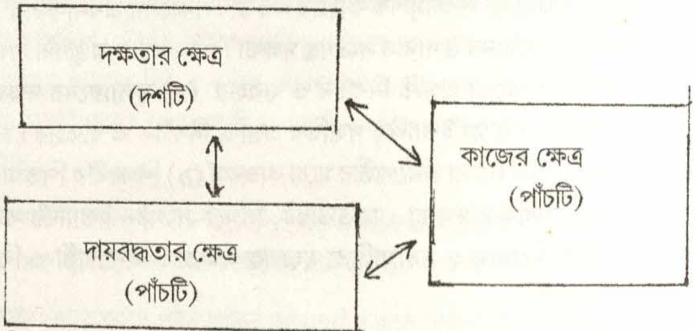
এইসব দক্ষতাগুলি প্রাক্ চাকুরী পর্বের প্রশিক্ষণের সময় জাগিয়ে তুলতে হবে এবং চাকুরী চলাকালীন পৌনপুনিক প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে সময়োপযোগী ও জোরদার করে যেতে হবে। এগুলি প্রতিটি শিক্ষকের স্বশিক্ষণেরও প্রয়োজনীয় উপাদান। যদিও এই দক্ষতাগুলি প্রত্যেক শিক্ষককে অর্জন করতেই হবে, লক্ষ্য করা গেছে যে এই দক্ষতাগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবেই শিক্ষণের সাফল্য বলে দেয় না। এটি শুধু ভারতবর্ষে নয় সর্ব দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাতেই সত্যি। তার কারণ হলো শিক্ষকের সাফল্য নির্ভর করে সর্বোপরি তাঁর ভালো কাজ করার প্রতিজ্ঞার ওপর। এই দায়বদ্ধতা হলো শিক্ষক প্রশিক্ষণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। সকল শিক্ষক ও সকল শিক্ষণ পদ্ধতির ওপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে সেখানে সর্বত্রই রয়েছে দায়বদ্ধতার কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ। অনেক শিক্ষাবিদ ও লেখক নানাভাবে আদর্শ শিক্ষকের গুণ ও দায়বদ্ধতার কথা বলেছেন। সুশিক্ষিত ও সকল শিক্ষক হচ্ছেন তাঁরাই যারা দক্ষ এবং একই সাথে দায়বদ্ধ পেশাদার কর্মী। তাই শিক্ষাকতায় নিয়োজিত হওয়ার অব্যবহিত আগেও শিক্ষকতা করা কালীন প্রশিক্ষণে শিক্ষকদের এই পেশাদারী দায়বদ্ধতা লালন হওয়া উচিত।

যে উদ্দেশ্যে পাঁচটি দায়বদ্ধতার ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে শিক্ষক প্রশিক্ষণের পাঠ্যক্রমে, সেগুলি হলো :

(১) **শিক্ষাথীর প্রতি দায়বদ্ধতা** : এতে আছে শিক্ষার্থীদের প্রতি ভালোবাসা, তাদেরকে সহায়তা করার মনোভাব এবং তাদের সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য ভাবনা (২) **সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা** : যেমন

পরিবার, জনগোষ্ঠী ও জাতির উন্নতিতে শিক্ষকের কাজের প্রভাব কতটুকু সে সম্পর্কে ভাবনা ও সচেতনতা (৩) **পেশার প্রতি দায়বদ্ধতা** : যে কারণেই শিক্ষকের জীবিকা গ্রহণ করা হোক না কেন, সেই জীবিকার দায়িত্ব ও কর্তব্যকে অন্তর থেকে মেনে নেওয়া (৪) **উৎকর্ষলাভের লক্ষ্যের প্রতি দায়বদ্ধতা** : 'যে কাজ করব ভালোভাবে করব' এই মানসিকতা নিয়ে ক্লাসরুমে, ক্লাশের বাইরে ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিটি কাজ করে যাওয়ার আগ্রহ এবং (৫) **মৌলিক মূল্যবোধের প্রতি দায়বদ্ধতা** : নিরপেক্ষতা, তন্নিষ্ঠতা, বৌদ্ধিকসততা, জাতির প্রতি বিশ্বস্ততা প্রভৃতি শিক্ষকের ভূমিকার সাথে সম্পর্কিত মূল্যবোধের সুসংবদ্ধ চর্চা।

সংক্ষেপে, দক্ষতা ভিত্তিক এবং দায়বদ্ধমুখী পাঠ্যক্রমে তিনটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও পরস্পর নির্ভর দিক রয়েছে। যেমন



এন. সি. টি. ই দ্বারা প্রস্তুত দলিলের আলোচনায় এই কাঠামোর কিছু খুঁটিমাটি দেখানো হয়েছে। আশা করা হচ্ছে যে এই প্রস্তাব শিক্ষাব্যবস্থার সাথে যুক্ত সকলের মধ্যে আলোচনা ও বিতর্কের সৃষ্টি করবে এবং এইভাবেই কার্যকরী বিদ্যালয় শিক্ষণের ক্ষেত্রে একটি নতুন সংযোজন হিসেবে শিক্ষণ প্রশিক্ষণের বহু প্রত্যাশিত রদবদলটি সাধিত হবে।

শেষ করার আগে আমি রাষ্ট্রিয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদ কে অভিনন্দন জানাতে চাই, এবং বিশেষ করে তার সভাপতি অধ্যাপক জে এস রাজপুতকে এই সুদূর প্রসারী ফল সম্পন্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পটি হাতে নেওয়ার জন্যে। আমি শিক্ষক প্রশিক্ষণের পাঠ্যক্রমে নতুনত্ব আনার পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে যে বিরাট সংখ্যক দক্ষ মানুষেরা সামিল হয়েছেন। তাঁদের সবাইকে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি।

অধ্যাপক আর এইচ দাভে

বিষয়সূচি

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রেক্ষাপট

১.১ পটভূমিকা

বেশ কয়েকবছর ধরে, বিশেষ করে ১৯৭৮ সালের পর থেকে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের জন্য কর্মজীবন পূর্ববর্তী শিক্ষানবিশির মান্নোয়নের জন্য বিবিধ প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে । আর এইসব প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল বিগত রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদ যখন শিক্ষক শিক্ষণের একটি পাঠক্রম তৈরী করেন সেই সময় থেকে । কাজেই আজ যখন আমরা বিগত পরিবর্তন গুলির বিংশতিতম বছরে প্রবেশ করতে যাচ্ছি তখন প্রেক্ষাপট, দৃষ্টিভঙ্গী ও আদানপ্রদানের দৃষ্টিকোন থেকে উক্ত পাঠক্রমটিকে নতুনভাবে দেখার প্রক্রিয়া শুরু করা উচিত ।

এই প্রক্রিয়ার আরও প্রয়োজন এই কারণে যে বিভিন্ন বিষয় থেকে সংগৃহীত তাত্ত্বিক জ্ঞান আজ এত দ্রুত পরিবর্তনশীল ও উন্নয়নমুখী যে পাঠক্রমের বিষয়গুলি শীঘ্রই পুরনো হয়ে যায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ে পড়ে একেবারেই অচল ও সময়ের পরিপন্থী । এখন জ্ঞানের সংগ্রহশালায় প্রতিদিনই নতুন বিষয় সংযোজিত হচ্ছে । যে গুলি পাঠক্রমের ক্রমাগত পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে সময়োপযোগী ও আধুনিক করে তোলা প্রয়োজন ।

তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে শিক্ষক-শিক্ষণ বিজ্ঞানে বেশ কয়েকটি উদ্ভাবন ও পরীক্ষা নিরীক্ষা সংঘটিত হয়েছে । এখন এইসব পরীক্ষা ও তার ফলাফল গুলির ব্যাপক প্রচার ও পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন । যেহেতু এইসব পরীক্ষা নিরীক্ষার অনেকগুলিই প্রচলিত ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সে কারণে পাঠক্রমে এগুলির অন্তর্ভূক্তি শিক্ষকদের নিজস্ব দায়িত্ব পালনে যোগ্যতর করে তুলবে ।

বিদ্যালয় স্তরেও পাঠক্রমের ক্রমাগত পরিবর্তন প্রয়োজন । বিদ্যালয় শিক্ষা ও শিক্ষক শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মধ্যে যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক বিদ্যমান সেদিকে তাকিয়ে বিদ্যালয় স্তরের পাঠক্রমের পরিবর্তন এবং তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দৃষ্টিকোন থেকে শিক্ষক-শিক্ষণ পদ্ধতিকে বিদ্যালয়ের চাহিদার উপযোগী করে তোলাটাই একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ।

তত্ত্ব ও ব্যবহারিক জগতের মধ্যে যে চিরকালীন ব্যবধান বিদ্যমান তা কমিয়ে আনার জন্য শিক্ষার পদ্ধতিকে আরও উৎপাদনশীল করে তোলার প্রয়োজন রয়েছে । পাঠক্রম পরিবর্তনের সময় বিষয়টির প্রতি বিশেষ ভাবে নজর দেওয়া দরকার ।

প্রথমিক শিক্ষাকে সার্ব্বজনীন করে তোলার দায়বদ্ধতা শিক্ষক-শিক্ষণ পদ্ধতির সামনে একটি বিরাট সমস্যা । এই বিষয়টি অসম্পূর্ণ থাকার পিছনে যে সমস্ত কারণ দেখানো হয় তার মধ্যে শিক্ষকদের প্রকৃত উদ্যোগের অভাবই প্রধান ।

ফলতঃ শিক্ষানবিশদের আচরনের মান বাড়াতে শিক্ষকদের অতি অবশ্যই শিক্ষাদানের পদ্ধতি পালটাতে হবে ।

১.২ রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদের উদ্যোগ ঃ

রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদের উপর শিক্ষক শিক্ষণের পরিচালন ও পেশাদরী কর্মকান্ডের

দায়িত্বভার অর্পিত হওয়ার ফলে উক্ত শিক্ষণ পদ্ধতির মানোন্নয়নের জন্য সংস্থাটি কিছু উপায় উদ্ভাবন করার দিকে নজর দিয়েছেন । এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদ দেশের সমস্ত জায়গা থেকে শিক্ষকদের নানা কর্মসভা ও আলোচনা সভায় আমন্ত্রণ করে ছিল । এই সমস্ত আলোচনা থেকে শিক্ষক শিক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়নের জন্য একটি সাধারন কাঠামো উদ্ভব হয়েছে ।

শিক্ষকের কর্মকুশলতাই হল প্রধান বিষয় । আর এই কর্ম দক্ষতার জন্য প্রয়োজন ন্যূনতম যোগ্যতা। আবার ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ভর করে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষণ পদ্ধতির নিম্নতম ধাপটি সাফল্যের সংগে উত্তীর্ণ হওয়ার উপর । সুতরাং এইসব আলোচনায় একথা দৃঢ়ভাবে অনুভূত হয়েছিল যে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকরা যদি নিজেরা যোগ্যতাভিত্তিক কর্মকুশলতা অর্জন করার মাধ্যমে কর্মপূর্ববর্তী শিক্ষানবিশি সম্পূর্ণ করেন তবেই সেই শিক্ষক তাঁর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রকৃত দক্ষতা গড়ে তুলতে পারবেন । এই ধরনের চিন্তাভাবনা থেকেই শিক্ষক শিক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে দশটি দক্ষতা, পাঁচটি দায়বদ্ধতা ও পাঁচটি কর্মকুশলতার ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করা হয়েছে ।

দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষকশিক্ষণ পদ্ধতির প্রধান উদ্দেশ্যই হল পাঠক্রমের মধ্যে ভবিষ্যৎ শিক্ষকদের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার ক্ষেত্রগুলিকে খুঁজে বের করা এবং যেখানে যেগুলি অনুপস্থিত সেখানে ওইসব ক্ষেত্রকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা । দক্ষতার বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলি কর্মপূর্ববর্তী ও কর্মরত শিক্ষানবিশির সময়ে আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ভর করবে নির্দিষ্ট শিক্ষক গোষ্ঠীর চাহিদা অনুযায়ী । আর এইসব চাহিদা তৈরী হয় নির্দিষ্ট শিক্ষক গোষ্ঠীর আঞ্চলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের উপর । প্রাথমিক শিক্ষকদের কর্মকালীন শিক্ষক শিক্ষণ পদ্ধতির জন্য উপরিউক্ত বিষয়গুলিই হল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান । দক্ষতা অর্জন করার প্রক্রিয়া শুধুই শিক্ষকদের তাত্ত্বিক জ্ঞান আহরণের সুযোগ করে দেবে না । উপরন্তু ভবিষ্যতের শিক্ষকদের সেই জ্ঞান প্রয়োগের ব্যবহারিক ক্ষেত্রও উন্মোচিত করবে । একইসংগে শিক্ষকদের কাছ থেকে আশা কার যায় এরকম পাঁচটি দায়বদ্ধতা ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করা দরকার । এইসব ক্ষেত্রগুলির সংগে গোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্যের সম্পর্ক যাতে শিক্ষকরা বুঝতে পারেন এবং ছাত্রছাত্রীদের সামনে একটি আদর্শ উপস্থাপন করতে পারেন এ রকম ভাবে দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রগুলি নির্দিষ্ট করা হয়েছে । এছাড়া বিদ্যালয়ের ভিতরে ও বাইরে দক্ষতার পাঁচটি ক্ষেত্রকেও চিহ্নিত করা হল । এসবের মধ্য দিয়েই ভবিষ্যতের প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য দক্ষতা, কর্মকুশলতা ও দায়বদ্ধতামুখী শিক্ষক শিক্ষণ পাঠক্রমের একটি সুসংবদ্ধ এবং সুনির্দিষ্ট রূপরেখা রচিত হয়েছিল ।

১.৩ চাকুরীরত শিক্ষকদের দিক প্রদর্শণ ঃ

কর্মে নিযুক্ত শিক্ষকদের পেশাদারী চাহিদাও একইরকম গুরুত্বপূর্ণ এবং শিক্ষক-শিক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে এই চাহিদা মেটা প্রয়োজন । কর্মে নিযুক্ত হওয়ার আগে শিক্ষকরা শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে যা শিখবেন কর্মে নিযুক্ত হবার পর সেই বিদ্যা হয়ে পড়তে পারে অচল ও অপ্রতুল । আর এসব হতে পারে নিত্য নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও আমদানীর ফলে, সুতরাং শিক্ষকদেরও নিয়মিত জ্ঞানের পুনর্নবীকরণ এবং মানোন্নয়ন প্রয়োজন । আসলে বৃহত্তর ক্ষেত্রে পাঠক্রমের যেকোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটানো তখনই সম্ভব যখন শিক্ষকারা নিজ পেশায় নিযুক্ত হয়ে এসব পরিবর্তনের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন

করতে সক্ষম হবেন ।এ কারণেই কর্মে নিযুক্ত শিক্ষকদের প্রাথমিক স্তরে দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষানবিশির উপরই জোর দেওয়া প্রয়োজন, মূলতঃ নূন্যতম শিক্ষার স্তর অতিক্রম করার কার্যক্রম অনুসৃত হলে প্রত্যেক শিশুই প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠার সুযোগ পাবে ।এই প্রচেষ্টা সফল করার জন্যই বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ।এগুলি হল ''অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড, মানবসম্পদ কেন্দ্র স্থাপন, অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি । কর্মে নিযুক্ত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যাপারে জেলা শিক্ষা ও শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির উপরই প্রধান দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ।

নূন্যতম শিক্ষার স্তরের কার্যক্রম দক্ষাতাভিত্তক শিক্ষার ধারনার উপর দাঁড়িয়ে আছে । শিক্ষকদেরর ওয়াকিবহাল করার মধ্য দিয়েই দক্ষতামুখী শিক্ষক প্রশিক্ষণ তার সাফল্য অর্জন করতে পারে । ১৯৯১ সালের পর থেকে জাতীয় মানব সম্পদ মন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন সংস্থা যে সমস্ত পরীক্ষামূলক গবেষণা করেছেন সে সবের ফলাফল উপরে উল্লিখিত কথাগুলিকেই প্রমান করতে সাহায্য করেছে ।

২য় পরিচ্ছেদ

কুশলতা ভিত্তিক চাকুরীরত শিক্ষক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

দক্ষতা ভিত্তিক চাকুরীরত শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষকদের সাহায্য করবে

— প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সংস্কৃতিক ও আর্থসামাজিক পটভূমিকাটি বুঝতে

— প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যাগুলির গভীরে প্রবেশ করতে ও তার সমাধান করার যোগ্যতা অর্জন করতে

— বিদ্যালয় শিক্ষার মানের উন্নতি সাধনে বিদ্যালয়ের ন্যূনতম স্তরটি সম্পর্কে ধারণা ও গুরুত্ব সম্পর্কে হতে

— জানার বিষয় ও অধীতব্য বিষয়ের কাঠামোটির শথে শিশুর শিক্ষার সম্পর্কটি বুঝতে

— বিদ্যালয়ের সাবেকী পদ্ধতির সাথে দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষাদান-পদ্ধতির তুলনা করতে ও প্রয়োজনীয় রদবদল ঘটাতে

— পাঠ্যক্রমের বাইরে অন্যান্য শিক্ষামূলক কাজের পরিকল্পনা ও রূপায়নের মূল্যায়ন করতে ও প্রয়োজনীয় সংস্থার সাধন করতে

— শিক্ষর্থীরা নিজেরা বা নির্দেশিত পথে যাতে শিক্ষার্জন করতে পররে সেজন্য তাদের উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে পঠণ পাঠণের উপাদান তৈরী ও ব্যবহার করার পদ্ধতিগুলি কি কি তা বুঝতে ও জানতে ।

— শিক্ষার্থীর কাছ থেকে তাদের প্রতিক্রিয়াটি জানবার জন্য নিরন্তর মূল্যায়ণ চালিয়ে যেতে, যাতে তারা পারদর্শিতার প্রার্থিত মান অর্জন করতে পারে ।

— বিদ্যালয়ে বা তার বাইরে অপরের সহসযোগিতা পাওয়ার জন্য অনুসৃত নীতি ও কার্যাবলী বুঝতে

— শিক্ষার্থীর উন্নতি সাধনের জন্য তাদের পিতামাতার সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে

— বিদ্যালয়কে স্থানীয় উন্নতির প্রাণকেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য জনগোষ্ঠী ও বিভিন্ন সংস্থার সাহায্য নিতে

— পেশাগত উৎকর্ষ অর্জন করতে ও মৌলিক মূল্যবোধের অনুশীলন করতে

— একটি মূল্যবোধ নির্ভর শিক্ষাপদ্ধতি ব্যবহারে বাস্তবিক ভাবে যত্নশীল হতে ।

৩য় পরিচ্ছেদ
পাঠক্রম

এটা ধরে নেওয়া হয় যে প্রাক্‌চাকুরী পর্বের প্রশিক্ষণে শিক্ষার্থী শিক্ষকের মনে তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটটি তৈরী হয়ে যায় । সেই প্রশিক্ষণ পর্বে এবং তারপর চাকুরীস্থলের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে পেশার জন্য প্রয়োজন দক্ষতা বেড়ে ওঠে ও দৃষ্টিভঙ্গি পূর্ণতা পায় । এইবারে যেটি প্রয়োজন, তাহলো ইতিমধ্যে অর্জিত কাজের পরিপোষন, ঠিক দৃষ্টিভঙ্গিটিকে আরো শক্তিশালী করা ও পেশাগত দক্ষতাকে আরো ক্ষুরধার করে তোলা । এসবের জন্যই প্রয়োজন একটি পাঠক্রম যা হবে শিক্ষার্থীর আচরণে প্রার্থিত পরিবর্ত্তনের বাহক ।

প্রাক্ শিক্ষাকতা পর্বের প্রশিক্ষণের পাঠক্রমের বিষয় বস্তুর পাশাপাশি কাজের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের কর্মকুশলতাকে রেখে দেখা গেছে যে বিষয়ের অনেক দিকই শিক্ষকেরা প্রকৃত অর্থে আত্মস্থ করে নিতে পারেন না । যেমন, শিক্ষার্থীদের নতুন পরিবর্তিত বিন্যাস, তাদের নতুনতর প্রয়োজন। ১৪ বছর বয়সক্রমের নীচে শিশুদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার লক্ষ্য অর্জনের প্রয়োজনীয়তা অথবা শিশুদের, বিশেষ করে অনুন্নত সমাজ থেকে আসা শিশুদের শিক্ষার জন্য স্থানীয় মানুষের অংশ গ্রহনের গুরুত্ব আজও প্রকৃতপক্ষে হৃদয় করা যায় নি ।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে পঠণ পাঠণ প্রক্রিয়াতেও ঘাটতি আছে । যেমন নিজেদের ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলাতে পঠণ পাঠণের নানা সাবেকী ও আধুনিক সামগ্রীর ব্যবহার, নানা ধরণের শিক্ষামূলক কাজ, শিক্ষার্থীর পিতামাতার সাথে সংযোগ স্থাপন ইত্যাদির গুরুত্বের ওপরে পাঠ্যক্রমেই বারবার জোর দেওয়া উচিত । এই ক্ষেত্রে যে সব নতুন উন্নতি ঘটেছে তার সাথে শিক্ষকদের ওয়াকিবহাল থাকতে হবে । যেমন, উন্নতমানের শিক্ষার জন্য ন্যূনতম শিক্ষাস্তর, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, মূল্যবোধ কেন্দ্রিক শিক্ষা ইত্যাদি সব নতুন ধ্যানধারনা গুলি পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ।

যেটি খুব দরকার তাহল পাঠ্যক্রমের প্রত্যাশিত লক্ষটি স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে দিয়ে পাঠ্যক্রম তৈরী করা যাতে শিক্ষার্থী বোঝেন তাঁকে কি অর্জন করতে হবে। প্রশিক্ষকও একই সংগে শিক্ষার্থীর জ্ঞান অর্জনের মান নিরূপণ করতে এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে বাঞ্ছিত পরিবর্তন ঘটাতে তিনি নিজে কতটা সক্ষম হয়েছেন সেটি নির্ধারণ করতে পারবেন । সমস্ত কাজটিকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে নিলে বেশী সফলতা পাওয়া সম্ভব । এটি শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থিনীকে উচ্চতর মান অর্জনে প্রেরনা জোগাবে । পরিশেষে বলা যায়, দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে কেউ নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে এগোলে এই ধরনের কাজ সম্পর্কে নতুন অন্তদৃষ্টি জন্মায় এবং হাতে কলমে কাজের মধ্য দিয়ে সেই অন্তদৃষ্টি ক্রমশঃ দৃষ্টিভঙ্গির অঙ্গ হয়ে পড়ে । মনে করা হয়েছে যে প্রয়োজনীয় দক্ষতা সম্পর্কে ধারনাটি ঘনিষ্ট করে নিয়ে পাঠ্যক্রম তৈরী করে নেওয়া যায় তাহলে চাকুরীরত শিক্ষকরা এই দৃষ্টিভঙ্গি আত্মস্থ করে নিতে পারবেন ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দক্ষতার শ্রেণীবিভাগ

শিক্ষকপ্রশিক্ষণে নিম্নলিখিত দশটি শ্রেনীতে দক্ষতাকে ভাগ করা হয়েছে ঃ

(১) পরিপ্রেক্ষিত বিষয়ক দক্ষতা

(২) ধারণা দক্ষতা

(৩) বিষয়মূলক দক্ষতা

(৪) আদানপ্রদান মূলক দক্ষতা

(৫) অন্যান্য শিক্ষামূলক কাজ সংক্রান্ত দক্ষতা

(৬) পঠণ পাঠণের উপাদান প্রস্তুত করার দক্ষতা

(৭) মূল্যায়ণের দক্ষতা

(৮) প্রশাসনিক দক্ষতা

(৯) শিক্ষার্থীর পিতামাতার সাথে কাজ করার দক্ষতা

(১০) জনগোষ্ঠী এবং বিভিন্ন সংস্থার সাথে কাজ করার দক্ষতা

দক্ষতার এই ক্ষেত্রগুলি ও তাদের আলাদা আলাদা গুরুত্ব নিম্নলিখিতরূপ ঃ

৪.১ পরিপ্রেক্ষিত বিষয়ক দক্ষতা

সমাজে শিক্ষা একটি সহযোগী ব্যবস্থা । রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ব্যবস্থা গুলির পারস্পরিক টানাপোড়েনের পরিপ্রেক্ষিতেই শিক্ষা এগিয়ে চলে । সাংবিধানিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রগুলি, সরকারী নীতি, তা থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন প্রাকল্প, তাদের সফলতা ও ব্যর্থতার কারণ এই সকল কিছুর মধ্যে এই বিভিন্ন ব্যবস্থার টানাপোড়ন কিভাবে কাজ করে চলেছে, তা শিক্ষকদের বুঝতে হবে । তাদেরকে তাঁদের চারপাশের পরিবর্তনগুলি সম্পর্কে অবহিত এবং সমাজে বাঞ্চিত পরিবর্তন ঘটাতে শিক্ষকদের ভূমিকা কী হওয়া উচিত সে সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে । এ উদেশ্যে চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ শিক্ষকদের সাহায্য করবে

— জাতীয় উন্নতিতে প্রাথমিক শিক্ষার বিশ্বজনীনতার গুত্বব উপলব্ধি করতে,

— সংবিধানে প্রাথমিক শিক্ষাকে বিশ্বজনীন করে তোলার পক্ষে প্রদত্ত বিভিন্ন সুযোগ, নির্দেশিকা নীতি, বিভিন্ন অনুচ্ছেদ ও তার পরিবর্তিত রূপের গুরুত্ব অনুধাবন করতে,

— প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে গৃহীত নীতির বাস্তবায়নে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলি কী কী ব্যবস্থা নিয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহে ,

— অপ্রাতিষ্টানিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, ন্যূনতম শিক্ষামান ইত্যাদি সম্পর্কে গৃহীত প্রকল্প ও তার সফল/অসফলবাস্তবায়নের মধ্যে কতটা ফারাক সেটি জানতে,

— স্থানীয় স্তরে উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থার রূপায়নে তাঁদের নতুন ভূমিকা ও দায়িত্ব উপলব্ধি করতে এবং সেই বোধ থেকে আচরনের অভীষ্ট রদরদল ঘটাতে ।

৪.২ ধারনা দক্ষতা

ন্যূনতম শিক্ষামানের প্রকল্পটি রূপায়িত করতেও ধারনার পরিকাঠামাটি শিক্ষকদের ঠিক মতো বোঝা দরকার । যেহেতু পঠণ পাঠণে দক্ষতাভিত্তিক পদ্ধতিটির নতুন এবং পুরোনো-নতুন বিভিন্ন তথ্য ও ধারণার সমাবেস ঘটেছে , তাই শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা ও তাদের দক্ষতাকে পারদর্শিতার স্তরে উন্নীত করার কাজে শিক্ষকদের সহায়তা প্রদান করা প্রয়োজন । নিম্নলিখিত দক্ষতা গুলোর কথা ভাবা হয়েছে পঠণ পাঠণে সাহায্যকারী হিসেবে শিক্ষকের বিশেষ দায়িত্বের কথা ভেবে ঃ

— শিক্ষণের ফলাফল, দক্ষতা, দক্ষতা বর্ননা, দক্ষতা গুচ্ছ-এই সবের অর্থ-অনুধাবন,

— দক্ষতার বর্ণনা ও আচরণের লক্ষ্যের সুনির্দিষ্ট করণ--দুই এর পার্থক্য অনুধাবন করা,

— নুন্যতম শিক্ষামান সংক্রান্ত বিবৃতির বৈশিষ্টগুলি বোঝা, যেমন, লক্ষ্য অর্জনের সম্ভাব্যতা, মূল্যায়নযোগ্যতা, ভাবের আদানপ্রদানের সামর্থ্য, এবং তাদের ক্রমনিরূপণ,

— শিক্ষার কাজ সহজ করতে নূন্যতম শিক্ষামানসংক্রান্ত বিবৃতির ভূমিকা উপলব্ধি করা

— দক্ষতার বিবৃতি, পাঠ্যক্রম এবং পঠণ পাঠণ প্রক্রিয়ার মধ্যে সম্পর্ক অনুধাবন করা মানোল্লিখিত

— (ক্রাইটেরিয়ন-রেফারেন্সড) ও আদর্শমান এর উল্লেখ সম্বলিত পরীক্ষাগুলোর মধ্যে প্রভেদ বোঝা

— নূন্যতম শিক্ষামান প্রকল্পে মানোল্লিখিত (ক্রাইটেরিয়ন-রেফারেন্সড) পরীক্ষার গুরুত্ব বোঝা

— 'বেঞ্চমার্ক' (তুলনার জন্য ব্যবহৃত আদর্শ নমুনা), দুর্বলতার ক্ষেত্র , নির্ণয়ক্ষম পরীক্ষা, 'ফিড ব্যাক' (শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া), ঘাটতিপূরণের জন্য শিক্ষণ-- পারদর্শিতা স্তরে পঠনপাঠনে এসবের প্রয়োজন ও গুরুত্ব অনুধাবন করা,

— আত্মপ্রশিক্ষণের জন্য পড়ার অভ্যাস ও পঠন দক্ষতার গুরুত্ব উপলব্ধি করা।

৪.৩ বিষয় সংক্রান্ত দক্ষতা

শিক্ষকরা যে বিষয়গুলি পড়ান সেগুলির তথ্য ও খুঁটিনাটির ওপরেই তাঁরা গুরুত্ব দেন। কিন্তু তাঁরা অনেক ক্ষেত্রেই অবহিত নন যে প্রতিটি বিষয়ের মধ্যেই আছে বিভিন্ন তথ্য, বহুবিধ ধারনা ও নানারকম খুঁটিনাটির সমাবেশ। সেইসব ধারনাগুলি পরস্পর সম্পর্কিত এবং তাদের সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করা হয় কখনো নিয়ম, কখনো নীতি, কখনো আইন হিসেবে। এইসব বিমূর্ত্ত ধারনাগুলি বোঝা অনেকসময়ই বিষয়ের ধারনা করার জন্য জরুরী ও সেইকারণে পঠনপাঠন প্রক্রিয়ায় বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ। সেইজন্য শিক্ষকদের তাদের বিষয়গুলির সুসংহত রূপ বুঝিয়ে দেওয়া তাদের সহজভাবে বিষয় অনুধাবনে সাহায্য করার জন্য জরুরী। নূন্যতম শিক্ষার মান অর্জন প্রকল্পের রূপায়নে বিষয়বস্তু সংক্রান্ত এই দক্ষতার গুরুত্ব সমধিক। এটি বিষয়বস্তুর বোঝা কমিয়ে এনে ধারণার অনুধাবনের ভেতর দিয়ে শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে।

এই দক্ষতা শিক্ষকদের সাহায্য করে

— বিদ্যালয়ের বিষয়বস্তুতে তথ্য, ধারণা, নীতি ও তত্ত্বের স্থান চিহ্নিত করতে,

— বিষয়ের গঠনে বিভিন্ন তথ্য, ধারণাবলী, নীতি ও তত্ত্বের পারস্পরিক সম্পর্কটি বুঝতে,

—বিষয়ের নতুনতর বিকাশের ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করতে এবং গঠনের তারতম্য অনুসারে বিষয়ের শ্রেনীবিভাগ করতে

— ন্যূনতম শিক্ষামানের বিবৃতি ও বিষয় বস্তুর নির্মানের সম্পর্ক বুঝতে

— দক্ষতার বিবৃতির সীমারেখা নির্দিষ্টি করতে
— ন্যূনতম শিক্ষাস্তরে বিষয়ের বিবৃতিতে আভাসিত মর্মবস্তুর সাথে পাঠ্যবিষয়ের মর্মবস্তুর তুলনা করতে
—বিশেষ দক্ষতা উপার্জনে প্রয়োজনীয় বিষয়-উপাদান সংগ্রহ করতে।

৪.৪ আদানপ্রদানমূলক দক্ষতা

প্রাক্ চাকুরী পর্বের প্রশিক্ষণে ভাবী শিক্ষককে বলা হয়ে থাকে যে শিক্ষা মূলতঃ শিশু-কেন্দ্রিক, এবং সেকারণেই একজন ভালো শিক্ষক শুধু পাঠ্যবস্তু শিশুর ওপরে চাপিয়ে দেন না, তাকে শিখতেও সাহায্য করেন। শিক্ষকের প্রধান ভূমিকাই প্রধানত শিক্ষণ-সহায়কের।

ন্যূনতম শিক্ষামানপ্রকল্পে শিশুকে শিক্ষক কীভাবে শিখিয়ে তুলবেন, ও একটি নির্দিষ্ট মান পর্য্যন্ত তার দক্ষতাকে বাড়িয়ে তুলবেন সে সুযোগ নিহিত হয়ে আছে। শিক্ষক যদি দুর্বলতা-নির্নয় পরীক্ষার মাধ্যমে তার দক্ষতার স্তরটি নির্ধারণ করতে না পারেন ও ঘাটতি মেটাতে সক্ষম না হন, তাহলে এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্যটি অর্জন করা যাবে না। একটি শিশুর দিকে মনোযোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন অনুসারের শিশুটি যাতে কখনো একা একা, কখনো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বা দলবেঁধে শিখতে পারে, শিক্ষক সেই ব্যবস্থা করে দেবেন।

পারদর্শিতার মান অর্জন ও যতদূর সম্ভব শিক্ষার্জনের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে শিক্ষক কিছু আদান-প্রদান মূলক দক্ষতা আয়ত্ব করবেন। এই দক্ষতাগুলো শিক্ষককে সাহায্য করবে
— দক্ষতা ভিত্তিক পঠনপাঠনে শিশুর কী ধরণের মানসিক উন্নতি বিধান করতে হবে সেটি বুঝতে,
— দক্ষতা ভিত্তিক পঠনপাঠনে পাঠ্যবস্তু ও অন্যান্য শিক্ষণ সামগ্রীর ব্যবহার কেমন হবে তার পরিকল্পনা করতে,
— দক্ষতা বিবৃতিতে পারদর্শিতা অর্জনের জন্য যেসব ধাপের কথা বলা হয়েছে শিশুকে সেইসব ধাপের ভেতর দিয়ে নিতে যেতে,
— শিশুদের সমবেত পাঠ, বন্ধুদের সাথে ও দলবেঁধে শেখার কাজে সামিল করতে ও সেখানে তাদের পর্যবেক্ষণ করতে,
— শেখার কাজে শিক্ষার্থীর উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে,
— নিয়মিত মূল্যায়ণের ভেতর দিয়ে পারদর্শিতার লক্ষ্যে শিশুর যাত্রাপথটির ওপর সজাগ নজর রাখতে
— দ্রুত বিদ্যার্জনে অসমর্থ শিশুদের নিজেদের অসুবিধে দূর করতে ও পারদর্শিতার মান অর্জনে সাহায্য করতে,
— যারা দ্রুত শিখতে সক্ষম সেরকম শিশুদের তুলনামূলক ভাবে কঠিন পাঠ্যবস্তু ও তার অনুশীলনের ব্যবস্থা করে দিতে।

৪.৫ অন্যান্য শিক্ষামূলক কাজের দক্ষতা

শিক্ষাবর্হিভূত কার্য্যক্রমের ভেতর দিয়েও শিক্ষার সুযোগ ঘটে। বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়ের বাইরে

বিভিন্ন কাজকর্মের মাধ্যমে তাদের যে আবেগের পরিপক্কতা ও মানসিক দক্ষতা জন্মায় তাদের ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশে সহায়তা করে। এই গুরুত্বের কথা ভেবে বিদ্যালয় এবং তার শিক্ষকেরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, খেলাধূলো, নাটক, সঙ্গীত ইত্যাদির আয়োজন করে থাকেন। তেমনি কতকগুলি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির ও মূল্যবোধের পরিপোষণের জন্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যেমন সমবেত প্রার্থনা, বিদ্যালয় পত্রিকা প্রকাশ, বনভোজন, ভ্রমণ ইত্যাদি। এগুলির ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সম্পর্ক নিবিড় হয়ে ওঠে এবং শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের মধ্যে মূল্যবোধের বিকাশ পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। শিক্ষকেরা এইসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করলে ছাত্রছাত্রীরাও সক্রিয় অংশগ্রহণে উৎসাহিত হয়। এজন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়পক্ষেরই পারদর্শিতা স্তরে দক্ষতার বিকাশ হওয়া প্রয়োজন। এইসব দক্ষতা শিক্ষকদের সাহায্য করবে

— শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাঞ্ছিত আচরণ, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশের জন্য পাঠক্রম-বহির্ভূত কাজের আয়োজন করতে,

— পাঠক্রম বহির্ভূত কাজে অংশগ্রহণ করতে ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষকদের উৎসাহিত করতে,

— পাঠ্য বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত দক্ষতার বিকাশ ও পরিপোষণের জন্য পাঠক্রম বহির্ভূত কাজকে ব্যবহার করতে,

— ছাত্রদের কাছ থেকে জেনে নেওয়া প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে পাঠক্রম বহির্ভূত কাজের ঘনঘন পরিকল্পনা ও আয়োজন করতে।

৪.৬ পঠনপাঠন সামগ্রীর প্রস্তুতি-করণের দক্ষতা

পঠনপাঠন সামগ্রীর সহজলভ্যতা নিঃসন্দেহে পঠনপাঠনের উপযোগী পরিস্থিতি তৈরী করতে শিক্ষকদের সাহায্য করে। কিন্তু সেইসব উপাদান অনেকক্ষেত্রেই যথেষ্ট কার্যকরী নয়। অনেক ক্ষেত্রে তা সহজলভ্যও নয়। তাই পঠনপাঠনকে কার্যকরী করে তুলতে শিক্ষকদের নিজেদেরকেই একা অথবা সম্মিলিত ভাবে বিভিন্ন উৎস থেকে সেইসব উপাদান খুঁজে বার করতে অথবা তৈরী করতে হয়। তার মানে, শিক্ষককে লভ্য উপাদানকে শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুযায়ী নির্বাচন ও প্রস্তুত করার যোগ্য অর্জন করতে হবে, এবং বিশেষতঃ যেখানে হাতের কাছে পাওয়া উপাদান যথেষ্ট উপযোগী নয়, সেখানে শিক্ষণের যথার্থ উপাদান তৈরী করে নিতে জানতে হবে। প্রকৃতপক্ষে নিজের হাতে তৈরী উপাদানই ক্লাসরুমে পঠনপাঠনকে অর্থাবহ প্রাসঙ্গিক ও ফলপ্রসূ করে তুলতে শিক্ষকের বেশী কাজে আসে। তাই শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে

— শিক্ষণের প্রয়োজনে, বিশেষ করে নূন্যতম শিক্ষামান প্রকল্পের রূপায়নে, বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামাধ্যম ও শিক্ষণ-উপাদানের চিহ্নিতকরণে,

— স্বপ্রশিক্ষণে এবং ক্লাসরুমে দল বেঁধে শেখার জন্য শিক্ষার্থীরা যাতে পরস্পরের মধ্যে ও শিক্ষকদের সাথে ভাবের আদানপ্রদান ঘটাতে পারে পঠনপাঠনের উপাদান সেইভাবে ব্যবহার করাতে,

— দক্ষতা-বিবৃতির বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে কীধরণের শিক্ষণ-উপাদান ব্যবহার করতে হবে সেটি নিরূপণ করতে,

— পঠনপাঠনের উপাদান তৈরী করায় শিক্ষার্থী বয়ঃক্রম, ক্লাসরুমের আয়তন, ছাত্রসংখ্যা প্রভৃতি

নিয়ামক উপাদানগুলির চিহ্নিতকরণে,
— পঠনপাঠনের উপাদান তৈরী করতে স্থানীয় ও সহজলভ্য উৎসের ব্যবহারে,
— পঠনপাঠনের পরিস্থিতি, বিষয়বস্তুর দাবী প্রভৃতি অনুসারে তৈরী করা পঠনপাঠন উপাদানের উপযোগিতা নির্ধারণ করার কাজে।

৪.৭ মূল্যায়ন দক্ষতা

এটি বারবার বলা হয়েছে যে মূল্যায়ন ব্যবস্থা হলো শিক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতম স্থান। 'বিষয়বস্তু' আর 'স্মৃতি' এই দুটি ঘিরে আবর্তিত হয় মূল্যায়ন এবং পরীক্ষার সাথে তাকে এক করে দেখা হয়ে থাকে। দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষণ পদ্ধতি বিষয়বস্তু ও স্মৃতি থেকে সরিয়ে এনে জোর দিয়েছে ধারণার উপলব্ধি ও দক্ষতা বিকাশের ওপর। যেহেতু প্রতিটি শিশুই পারদর্শিতার নির্দিষ্ট মান অর্জন করবে বলে প্রত্যাশা করা হয়ে থাকে, তাই শিক্ষক শিক্ষার্থীর দুর্বলতা নির্ধারন ও সম্ভাবনা বিচারের জন্য মূল্যায়নের বিভিন্ন পদ্ধতির সাথে পরিচিত থাকবেন, এটি প্রত্যাশিত। সেই সাথে তিনি জানবেন শিক্ষার্থীর নির্ধারিত মান অর্জনে ও দুর্বল শিক্ষার্থীর দক্ষতা বাড়াবার জন্যে কী ধরণের পরীক্ষা তাঁকে নিতে হবে। সেজন্য পঠনপাঠন প্রক্রিয়াকে সুসংহত করে তুলতে শিক্ষকদের মূল্যায়নসংক্রান্ত দক্ষতা বিশেষভাবে থাকা উচিত, যাতে তাঁরা
— ন্যূনতম শিক্ষামান অর্জন প্রকল্পের রূপায়নে মূল্যায়নের ভূমিকা ও গুরুত্ব বুঝতে পারেন
— আচরন ভিত্তিক ও দক্ষতা ভিত্তিক মূল্যায়নের মধ্যে পার্থক্য করতে জানেন,
— দক্ষতা সমূহের মধ্যে কোনগুলি নিরন্তর মূল্যায়নের মাধ্যমে এবং কোনগুলি সময়ের ব্যবধানে গৃহিত মূল্যায়নের মাধ্যমে বিচার করা সম্ভব এই শ্রেণীবিভাগটি করতে শেখেন,
— বাৎসরিক ও মাসিক ভিত্তিকে দক্ষতাভিত্তিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে পারেন,
— দক্ষতাভিত্তিক পরীক্ষার খসড়া পরিকল্পনা তৈরী করতে পারেন,
— একটি নির্দিষ্ট দক্ষতাপুঞ্জের জন্য, মৌখিক বা লিখিত, কোন ধরণের পদ্ধতি বেশী উপযোগী হবে সেটি নির্ধারণ করতে পারেন,
— মানোল্লিখিত (ক্রাইটেরিয়ন রেফারেন্সড) পরীক্ষার বিষয় সমূহ তৈরী করতে পারেন
— যথাযথ পদ্ধতি ব্যবহার করে পরীক্ষায় পাওয়া তথ্যের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করতে পারেন,
— কোন কোন ছাত্রের ঘাটতিপূরণের প্রয়োজন আছে, তাদের চিহ্নিত করতে পারেন।

৪.৮ প্রশাসনিক দক্ষতা

শিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত প্রশাসনিক কাজ একটি জটিল কর্মকান্ড। পঠনপাঠনের আগে, পঠনপাঠন চলাকালীন ও তার পরে, এবং এমনকি তার বাইরেও নানাধরণের কাজ জুড়ে তার ব্যাপ্তি। শিক্ষকদের পড়ানোর কাজের উপযোগিতা ও পেশাদারী সফলতা অনেকটাই নির্ভর করে প্রশাসনের ওপর। যদিও পঠনপাঠনের সহায়তা করা তার প্রথম কাজ, তবুও শিক্ষকদের প্রশাসনিক দক্ষতার ওপর নির্ভর করছে পঠনপাঠনের উপযুক্ত পরিবেশ, যার ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থীরা তাদের সাধ্যমত সবটুকু সফলতা অর্জন করতে পারবে এবং ব্যক্তিগতভাবে তথা গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে

আত্মপরিচালনায় সমর্থ হবে। বিষয়-শিক্ষণ, করনকৌশল, সম্পদব্যবহার ক্লাসপরিচালনার সাথে জড়িত এইসব দক্ষতা ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা এবং প্রশাসন চালনাও এই দক্ষতার সাথে জড়িত।

৪.৮.১ ক্লাসরুম/প্রতিষ্ঠান পরিচালনা

— প্রতিদিনের কাজের সময়সূচী প্রস্তুতি করাতে ছাত্র/ছাত্রীদের সামিল করে নেওয়া,

— ক্লাসের পঠনপাঠন অভিজ্ঞতার মূল্য বাড়াতে বিভিন্ন পদ্ধতি অনুধাবন করা ও ব্যবহার করা,

— শিক্ষার্থীর ঘাটতিপূরণের, গুণের পরিপোষণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত বিভিন্ন শ্রেণীর কাজে ছাত্র/ছাত্রীদের সামিল করা,

— ছাত্রছাত্রীদের শ্রেণীকক্ষে বসার বিন্যাস এমনভাবে করা যাতে শিক্ষার্থীদের স্বতন্ত্রভাবে/সম্মিলিত ভাবে কাজ করা সহজ, আনন্দদায়ক ও শিক্ষাপ্রদ হয়ে ওঠে,

— ক্লাসরুম এবং প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা ও পরিচালনার কাজের ধারণা, উদ্দেশ্য ও ব্যাপ্তি সম্যকভাবে উপলব্ধি করা।

৪.৮.২. সম্পদ ব্যবহার

— ব্যক্তিগত এবং প্রতিষ্ঠানিক স্তরে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য গুরুত্ব অনুযায়ী বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কাজ ও প্রকল্পের আয়োজন করা এবং সেই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন লভ্য সম্পদ চিহ্নিত করা ও বিতরণ করা,

— শিক্ষার কাজে খেলাধূলার সামগ্রী, গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি, শিক্ষণ সামগ্রী ঠিকভাবে রক্ষিত এবং ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা সেটি দেখা

৪.৮.৩. কর্মী পরিচালনা

— প্রতিভাবান ও সফল ছাত্র/ছাত্রীদের চিহ্নিত করা ও তাদের বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দেওয়া যেমন,শ্রেণী বা ছাত্র/ছাত্রীগুচ্ছের ওপর দৃষ্টিরূপ পঠনপাঠন সামগ্রী তৈরী করতে শিক্ষকদের সাহায্য করা, পাঠক্রমের অন্তর্গত ও পাঠক্রমবর্হিভূত কাজের আয়োজন করা।

৪.৮.৪. সময়ের ব্যবহার

— নির্ধারিত সময়ের পরিমাপ, প্রয়োজনীয় পিরিয়ডের সংখ্যা, প্রত্যাশিত দক্ষতার প্রকৃতি ও পরিমান এ সমস্ত কিছু বিবেচনার মধ্যে রেখে বার্ষিক/মাসিক ভিত্তিতে দক্ষতাভিত্তিক পঠনপাঠনের পরিকল্পনা তৈরী করা,

— বিভিন্ন কাজ, প্রয়োজন ও, শিক্ষার্থীর শিক্ষণ প্রয়াসের সাথে সঙ্গতি রেখে যেটুকু সময় পাওয়া যাচ্ছে তার যথাযথ ব্যবহার,

— সর্বোত্তম পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করে দিতে সময়, স্থান ও সম্পদের 'বাজেট' করার ধারণাটি সম্যক উপলব্ধি করা

৪.৯ শিক্ষার্থীর পিতামাতার সাথে কাজ করার দক্ষতা

শিক্ষক হলেন সহায়ক। শিশুর পঠনপাঠনে সহায়তা করতে তাঁর শিক্ষার্থীর পিতামাতার সহযোগীতা প্রয়োজন। বিদ্যালয় ও বাড়ী এই দুইয়ের সংযোগে শিক্ষা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশ উভয়ই

সহজ হয়ে আসে। সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করতে, উৎসবাদির আয়োজন করতে পিতামাতার সাহায্য অত্যন্ত জরুরী। শিক্ষক অভিভাবক সংগঠন পরিচালনা করতে ও শিক্ষার্থীর যথার্থ বিকাশে পিতামাতার ভূমিকাটি বোঝার জন্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের অবদানটি বুঝতে হবে। চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণে শিক্ষককে শেখাতে হবে ঃ

— পিতামাতা ও শিক্ষকের পরস্পরের কাজে নিজেদের জড়িত করে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা,

— পিতামাতার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য তাঁদের বাড়ীতে যাওয়া, সামাজিক মেলামেশা, আলোচনা ইত্যাদির গুরুত্ব,

— বাড়ীতে শিক্ষার পরিবেশটি কেমন ও পড়াশোনার সুযোগ সেখানে কেমন সেটি জানতে শিক্ষার্থীর কাছ থেকে তার পরিবারিক পটভূমিকা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা,

— শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, অনুভবময়তা, মননশীলতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাদের উন্নতির খবর নিয়মিত তাদের পিতামাতাকে জানাতে, যাতে বিদ্যালয়েরও পঠনপাঠনের বিভিন্ন কাজে শিক্ষার্থীদের সাফল্য নিশ্চিত করতে তাঁরা সাহায্য করতে পারেন,

— শিক্ষার সাথে জড়িত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে ও বিদ্যার্জনে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন দুর্বলতা দূর করার কাজে পিতামাতাকে সাহায্য করতে

— ঘাটতিপূরণের কাজে পিতামাতার সাহায্য নিয়ে প্রয়োজন আছে এমন শিশুদের পড়াশোনা পর্য্যবেক্ষণ করতে ও যথাযথ উপদেশ দিতে,

— বঞ্চিত শিশুরা, যেমন মেয়েরা, তপশীলী জাতি উপজাতিভুক্ত শিশুরা যাতে বিকশিত হতে পারে সে উদ্দেশ্যে পিতামাতাকে সচেতন করা,

— আজীবন শিক্ষাগ্রহণের গুরুত্ব পিতামাতাকে বোঝানো, ও সন্তানদের শিক্ষার ক্ষেত্রে তার গুরুত্বটুকু তাদের বুঝিয়ে দেওয়া,

— পাঠক্রমের অন্তর্গত ও পাঠক্রম বহির্ভূত বিভিন্ন কাজের পরিকল্পনা ও সম্পাদনায় পিতামাতাকে সামিল করে নেওয়া ।

৪.১০ জনগোষ্ঠী ও বিভিন্ন সংস্থার সাথে কাজ করার দক্ষতা

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় মানবিক ও প্রাকৃতিক সম্পদের যোগান দিতে পারে জনগোষ্ঠী। সেটি সম্ভব করে তুলতে জনগোষ্ঠী ও অন্যান্য সংস্থাগুলিকে বোঝানো ও তাদের সহযোগীতা সুনিশ্চিত করা জরুরী। শিক্ষক যদি সংযোগসাধনের কাজটি করেন, তাহলে জনগোষ্ঠী ও এই সকল সংস্থা পঠনপাঠনের মানোন্নয়কে যথেষ্ঠ সহায়তা করতে পারে। বিদ্যালয় ও জনগোষ্ঠীর সমসাময়িক দাবী ও প্রয়োজনের জন্য বিদ্যালয়-শিক্ষণকে যদি প্রাসঙ্গিক করে তুলতে হয় তবে বিদ্যালয়কে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাসংস্থার সাথে যোগাযোগ রেখে চলতেই হবে। সেজন্যেই, বিদ্যালয়ের সাথে জনগোষ্ঠীর সম্পর্ক স্থাপন করার দক্ষতা শিক্ষকদের থাকতে হবে, যাতে তাঁরা

— প্রাথমিক শিক্ষাকে বিশ্বজনীন করে তোলার কাজে স্থানীয় সমস্যা ও প্রয়োজন গুলো বুঝতে ছাত্র ও সহকর্মীদের সাথে নিয়ে আশেপাশের অঞ্চলে সমীক্ষা চালাতে পারেন,

— সামাজিক অনুষ্ঠান, লোকশিল্প উৎসব প্রভৃতির মতো জনগোষ্ঠীর যাতে যোগাযোগ স্থাপনের

বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহার করতে পারেন।

— শিক্ষার কাজে জনগোষ্ঠীর মধ্যে মানবিক ও প্রাকৃতিক সম্পদের সম্ভাব্যতা খতিয়ে দেখতে পারেন,

— প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটাতে বিভিন্ন স্থানীয় স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান যেমন গ্রামশিক্ষাসমিতি, গ্রামপঞ্চায়েত প্রভৃতি, এবং সামাজিক সংগঠন যেমন মহিলা মন্ডল, যুবকদের ক্লাব প্রভৃতির সহযোগিতা নিশ্চিত করতে এদের ভূমিকা স্থির করে দিতে পারেন,

— স্থানীয় সামাজিক, পরিবেশগত এবং অন্যান্য সমস্যার দূরীকরণে সভা, বক্তৃতা, আলোচনা, প্রদর্শনী ইত্যাদির আয়োজন করতে পারেন,

— বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সমস্যার নিরসনে জনগোষ্ঠীর সহায়তা চাইতে পারেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দায়াবদ্ধতার ক্ষেত্রগুলি

যেকোনো ক্ষেত্রে পেশাদারী দক্ষতা সম্ভব হয় সেই ক্ষেত্রে ব্যক্তির দায়াদ্ধতার ফলে । একটি পেশা হিসেবে শিক্ষকতা ও শিক্ষকদের কাছে দায়বদ্ধতা দাবী করে । আজকের দিনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষকদের দায়বদ্ধতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকা যাচ্ছে না । সেজন্য প্রাকচাকুরী পর্বের ও চাকুরীকালীন শিক্ষক প্রশিক্ষনে শিক্ষকদের দায়বদ্ধতা ক্ষেত্রগুলি ও তাদের কাছে প্রত্যাশিত আচরণ গুলি পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত । শিক্ষকদের দায়বদ্ধতার পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে, সেগুলি নিম্নরূপ

৫.১ শিক্ষার্থীর প্রতি দায়বদ্ধতা

শিক্ষকের জীবিকা গ্রহন করার ফলে একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীন উন্নতির কাজ করার জন্য শপথবদ্ধ । সেই কাজ বাস্তবায়িত হতে পারে কেবল তখনই, যখন শিক্ষক তাঁর ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য প্রকৃত উদ্বেগ ও ভালোবাসা অনুভব করবেন এবং তাদের সমস্ত ভুলকে ক্ষমার দৃষ্টিতে মেটাতে শিখবেন । শিক্ষক/শিক্ষিকা জে সেই ব্রত পালনে উৎসাহিত করতে হবে । পাঁচটি দক্ষতা ও দশটি দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সেই দায়বদ্ধতার প্রতিফলন ঘটবে । যেহেতু এই সবকটির উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর সর্বোত্তম বিদ্যাজন সফল করে তোলা ।

৫.২ সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা

আসলে, বিদ্যালয় ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটিঅঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রয়েছে । শিক্ষিত ব্যক্তি হিসেবে শিক্ষককের কাজ, শিক্ষা যে একটি আজীবন প্রক্রিয়া এই সত্যের গুরুত্ব টি জনগোষ্ঠীকে বোঝানো এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে জনগোষ্ঠীকে উৎসাহিত করে তোলা ।

সমাজের বঞ্চিত অংশের মানুষকে শিক্ষাগ্রহনে উৎসাহিত করার কাজে শিক্ষকদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে । সেটি সম্ভব হবে যদি শিক্ষকরা জনগোষ্ঠীকে সম্যক ভাবে বোঝেন ও তাকে উসাহিত করার বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করেন । জনগোষ্ঠী অনুপ্রাণিত হলে তা শিক্ষাকর্মীদের বিভিন্ন সম্পদ ছাপিয়ে যাবে ও ব্যবস্থার সহায়তা করতে বিভিন্ন উপাদান সরবরাহ করবে । তাই শর্ত হিসেবে শিক্ষকদের জনগোষ্ঠীর প্রতি গভীর মমতা ও দায়বদ্ধতা থাকতে হবে । এই জন্য শিক্ষকদের বিশেষভাবে বোঝানো চাই ।

৫.৩ পেশার প্রতি দায়বদ্ধতা

পঠণ পাঠণের মাধ্যমে ভাবী প্রজন্মকে তৈরী করে তোলার মতন দায়িত্ব সমাজ শিক্ষকের ওপর অর্পন করেছে । তার প্রধান অর্থ হলো, পঠণ পাঠণকে আদর্শদায়ক করে তুলতেহবে । ভালো ভাবে চিনতে ও শেখাতে দায়বদ্ধকর্মীরা নবনব পদ্ধতি অবলম্বনে করবেন । শিক্ষক নির্দেশিত ও স্বপ্রযুক্ত প্রশিক্ষকদের উন্নতি ঘটাতে শিক্ষকরা নিজেরা তাদের পেশার প্রতি দায়যবদ্ধতার প্রমান রাখবেন ।

নিজের পেশার উন্নতিতে স্বপ্রযুক্ত প্রশিক্ষনে শিক্ষকরা যাতে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন এবংযথেষ্ট

সুযোগ পান সেটি সম্ভব করতে ই.টি.ই.আই.এবং ডি, আই,ই,টি-দের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এরই ফলে শিক্ষকেরা শিক্ষকের পেশার প্রতি দায়বদ্ধতা বোধ করবেন।

৫.৪ পেশার কাজে উৎকর্ষ অর্জনের লক্ষ্যের প্রতি দায়বদ্ধতা

যে শিক্ষক পেশার প্রতি দায়বদ্ধ তিনি উৎকর্ষ সাধনের লক্ষের প্রতিও দায়বদ্ধ হবেন। নিজের বিষয়ের বিভিন্ন প্রগতি ও নবনব পদ্ধতির খবর জানা সব নয়। শিক্ষককে সেই মতন পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হবে এবং পঠন নাঠনের ঠিক পদ্ধতির ব্যবহারের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর কাছে তাকে পৌঁছে দিতে হবে। নিজের পেশার উন্নতি করতে হলে শিক্ষকের নতুন পদ্ধতির ভালো মন্দ বিচার করে তাকে গ্রহন করার মানসিকতা থাকা চাই।

৫.৫ মৌলিক মূল্যবোধের প্রতি দায়বদ্ধতা

বিভিন্ন প্রজন্ম জুড়ে গড়ে ওঠা মূল্যবোধগুলি দ্বারা জীবন চালিত হলে তবেই মানুষ তার মনুষত্ব অর্জন করে। সেই মূল্যবোধগুলি শিক্ষার্থীর পিতামাতা ও বড়োরা বাড়ীতে এবং শিক্ষকেরা বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের শেখান। প্রয়োজন মতো পথ প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে এবং বিশেষত প্রতিদিনের চর্চার মধ্য দিয়েই সেই শিক্ষা সম্ভব হয়ে ওঠে। শিক্ষকেরা নিজেরা যদি সত্যবাদিতা, সৌন্দর্যপ্রিয়তা, ভালোত্ব, সততা, ভালোবাসা নিয়মানুবর্তিত এ সময়ানুবর্তিতা, নিরপেক্ষতা ইত্যাদি মৌলিক মূল্যবোধের চর্চা করেন তবে শিক্ষার্থীরা স্বতঃই সেগুলি গ্রহন ও আত্মস্থ করে নেবে।

চাকুরীকালীন শিক্ষক প্রশিক্ষণে উপরিউক্ত দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রগুলি আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু করে তোলা উতচত। শিক্ষকেরা স্বতন্ত্র ভাবে বা সম্মিলিত ভাবে তার কতটা গ্রহন করবেন, তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কাজের ক্ষেত্রগুলি

দশটি দক্ষতার ক্ষেত্র ও পাঁচটি দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রের ভেতর দিয়ে কাজের তাত্ত্বিক পটভূমিকাটি তৈরী হয়ে গেলে ক্লাসরূমের ভেতরে বাইরে শিক্ষকের কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে । পিতামাতা, জনগোষ্ঠী ও সমাজের পক্ষে শিক্ষকের কাজের ভেতর দিয়েই বিদ্যালয় ও পঠণ পাঠণ প্রক্রিয়ার সাথে ঘনিষ্টতা তৈরী হয় ।এর ফলে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি আস্থা জন্মে ও তার লক্ষ্যের সাথে জনগোষ্ঠীর আশা আকাঙ্খার একাত্মতা দেখা দেয় । তখন আর মনে হয় না যে বিদ্যালয়ের বা শ্রেনীর শেষ পরীক্ষাগুলোর সাথেই শুধু পিতামাতার সম্পর্ক । পরীক্ষায় ভালো ফল করার সাথে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের সুকুমার বৃত্তিগুলোর বিকাশের প্রতিও পিতামাতার লক্ষ্য রাখা দরকার । ক্লাসরুমে, বিদ্যালয়ে ,তার বাইরে এবং পিতামাতা ও জনগোষ্ঠীর সাথে কাজ করার সময় শিক্ষকদের সর্বোত্তম স্তরে সঙ্গতিপূর্ণ কাজকর্মের মাধ্যমেই শিক্ষকরা সমাজে তাদের সম্মানের আসনটি অর্জন করে নেন । এটি শিক্ষকদের কাজের ব্যপক ক্ষেত্রটি চিহ্নিত করে দেয় এবং তা থেকেই সৃষ্টি হয় কাজের তৃপ্তি ও উৎকর্ষ । শিক্ষকরা যাতে দীর্ঘ সময় ধরে তাঁদের কাছ থেকে যা প্রত্যাশা করা হয়েছে তার সাথে তাদের বর্তমান কাজের তুলনা করতে পারেন, সেজন্যে পাঁচটি প্রধান কাজের ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করা হয়েছে ঃ

৬.১ ক্লাসরুমের কাজ

(ক) পঠণ পাঠণ, (খ) আদান প্রদানের কাজ,(গ) ক্লাসরুমে মূল্যায়ণ এবং (ঘ) ক্লাসরুম পরিচালনা -এই নিয়ে গঠিত হয়েছে ক্লাসরুমের কাজ । শিক্ষকরা নিজেদের ব্যক্তিগত স্তরে সাবেকী পদ্ধতিতে এই সব কাজ করে আমাদের বর্তমানে, নতুন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষকপ্রশিক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষতার বিচারে তারা তাদের কাজকে নতুন দিকে ও নতুন ভাবে চালিত করবেন, এটি প্রত্যাশিত । এজন্যে তাদের দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ নিতে হবে, বিভিন্ন শিক্ষার্থীওদের জন্য ঘাটতি পূরণ ও সমৃদ্ধিকরণ প্রকল্প গ্রহণ করবেন, যথাযথ পরিচালন পদ্ধতি অবলম্বন করবেন এবং মূল্যবোধ নির্ভর আচরনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলবেন ।

৬.২ বিদ্যালয় স্তরের কাজ

বিদ্যালয়ে শিক্ষক বিভিন্ন ধরনের কাজ কর্মের আয়োজন করবেন যেমন সকালের প্রার্থনা, খেলাধূলো, জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন, বার্ষিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি । গঠন মূলক ভাবে আয়োজিত এই সব অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হলো যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা । বিদ্যালয় স্তরে এই সব কাজ অর্থবহ ভাবে করার জন্যে শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করা দরকার । এ ভাবে শিক্ষক ও ছাত্রদের সম্বন্ধ বিকাশে দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ গড়ে দেওয়া ছাড়া ও এগুলি আপতিক শিক্ষাদানে যথেষ্ট সহায়তা করে । শিক্ষকদের যথাযথ কাজে ভেতর দিয়ে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, জাতীয় ও মৌলিক মূল্যবোধ গুলির প্রচার সম্ভব হতে পারে ।

৬.৩ বিদ্যালয়ের বাইরে শিক্ষামূলক কাজ

বেড়াতে যাওয়া, বনভোজন, যাদুঘর পরিদর্শন, ঐতিহাসিক স্থান দেখা, লাইব্রেরী পরিদর্শন, বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের সাথে আলাপচারিতা প্রভৃতি শিক্ষাক্রমের অনুগত ও তার বাইরে নানা ধরনের শিক্ষামূলক কাজের আয়োজন বিদ্যালয়কে করতে হয় । শিক্ষকেরা শুধু যে আয়োজন করেন তাই নয় এগুলি যাতে শিক্ষার অঙ্গ হয়ে ওঠে তা সম্ভব করার জন্য নানা ধরনের ভাবনা ও পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন । তাঁদের নিজেদের পেশাগত উন্নতির জন্য তাঁদেরকে ও নানা ধরনের সেমিনর, ওয়ার্কশপ, আলোচনা ইত্যাদিতে অংশ গ্রহণ করতে হয় । এই অংশ গ্রহণের মাধ্যমে তাঁরা যাতে সবটুকু লাভ তুলতে পারেন সেজন্য তাঁদের সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন । সেইজন্য এই পরিবর্তনশীল সময়ে বিদ্যালয়ের বাইরে বিভিন্ন কাজকর্মে শিক্ষকদের উৎকর্ষলাভ করা উচিত যাতে তারা তাঁদের অন্তদৃষ্টি, পারদর্শিতা ও জীবনবোধ থেকে শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রেখে যেতে পারেন । এজন্য দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষণের জন্য চাকুরীকালীন শিক্ষা প্রশিক্ষণে শিক্ষকদের ধারাবাহিক উৎসাহ প্রদান ও সমৃদ্ধিকরণ জরুরী ।

৬.৪ পিতামাতার সাথে সম্পর্কিত কাজ

ভর্তি এবং ফল প্রকাশের সময় শিক্ষকেরা পিতামাতার সাথে যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ বেশী করে পান । কিন্তু তা যথেষ্ট নয় । যে শিক্ষক ছাত্র/ছাত্রী পারিবারিক পটভূমিকাটি বোঝেন, তিনি পারেন পিতামাতার সাথে নিবিড় ও নিয়মিত সংযোগ স্থাপন করতে । সেই শিক্ষক/শিক্ষিকা তাঁর আচরনের মাধমে শিক্ষার্থীর পিতামাতার আস্থা অর্জন করে নেন, ও সুস্থ পরিবেশে শিশুটি যাতে বেড়ে ওঠে সেটি সম্ভব করে তোলার প্রচেষ্টায় মা/বাবা-কে সামিল করে নিতে জানেন । শুধু সেই শিক্ষক /শিক্ষিকরাই, যাঁরা পরিস্থিতি অনুধারন করে পিতামাতার সাথে গতিশীল সম্পর্ক তৈরী করে নিতে জানেন, কেবল তাঁরাই পারেন ব্যাপক স্তরে তাঁদের আপন ভূমিকা পালন করে যেতে । তাঁরা সমাজের কাছে তাঁদের প্রাপ্য সন্মানটুকুও আদায় করে নেন ।

৬.৫ জনগোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কিত কাজ

পিতামাতা ছাড়াও জনগোষ্ঠীকে ও বিদ্যালয়ের কার্যপরিচালনায় জড়িত করে দেওয়া দরকার । যখন যেমন দরকার, জনগোষ্ঠী কর্মী ও প্রাকৃতিক সম্পদের সেরকম জোগান দিয়ে যেতে পারে । আর এই সম্পদ ব্যবহার যদি সম্ভব হয়, তবে উন্নত মানের শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান সম্ভব হয়ে ওঠে । জনগোষ্ঠীর যেসব মূল্যবান কাজ হাতে নেবে, সেখানে শিক্ষকও তাঁর অবদান রাখতে পারেন । এই প্রক্রিয়া পূর্ণমাত্রায় শুরু হয়ে গেলে শিক্ষক ও জনগোষ্ঠীর দু-তরফা সহযোগিতা শিক্ষকের সার্বিক দায়বদ্ধতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কাজ ও দক্ষতার সংযোগকারী সেতুটি গড়ে তুলতে সাহায্য করবে ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রূপায়নের পদ্ধতি

আগেকার অধ্যায়গুলিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রকল্পে দক্ষতার বিষয় ও লক্ষ্য বস্তুগুলি আলোচনা করা হয়েছে এবং কাজ ও দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রগুলির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে । এটি বলা প্রয়োজন যে সেখানে শুধু উদাহরণে মাধ্যমে পরিকাঠামোর আভাস দেওয়া হয়েছে মাত্র, এটি কোনো পূর্নাঙ্গ দলিল নয়, অনুসরণীয় পাঠক্রমও নয় ।

দায়বদ্ধতা ও কাজের কেন্দ্রগুলিকে এক সূত্রে বেঁধে নিয়ে যারা দক্ষতা ভিত্তিক চাকুরীকালীন শিক্ষক প্রশিক্ষণের অর্থবহ পরিচালনা সম্ভব করে তুলতে চান সেইসব প্রশাসক ও শিক্ষকপ্রশিক্ষকের বিবেচনার জন্য নীচে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সন্নিবেশিত হলো ।

— প্রাথমিক শিক্ষার সাথে জড়িত বিভিন্ন বিভাগের অফিসারগন এবং এস, ই, আর টি সমূহ ও সকল ডি, আই ,ই, টি গুলোর নিকট দলিলটি পৌছে দেওয়া,

— প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে প্রতিটি শিক্ষকের নিকট প্রচুর পরিমানে আঞ্চলিক ভাষায় দলিলের অনুদিত রূপ পৌছে দেওয়া,

— প্রশিক্ষণের প্রথম দিনে অথবা প্রকল্প শুরু হওয়ার আগে অংশগ্রহণকারীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে নির্দিষ্ট প্রয়োজন গুলিকে বিভিন্ন অংশ ভাগ করে নেওয়া,

— প্রকল্প শুরু হওয়ার আগে অংশগ্রহণকারীদের হাতে এই দলিল সমেত অন্যান্য পাঠ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া,

— প্রকল্পের শুরুতে অংশ গ্রহনের মাধ্যমে পদ্ধতিটি আলোচনা করে নেওয়া এবং নির্দিষ্ট প্রকল্পের বিষয়বস্তুগুলি ঠিক করে নেওয়া । এটি দেখতে হবে যে এই পদ্ধতিতে বর্তমান পাঠক্রম ও তার সহযোগী ব্যবস্থাগুলি যেন ঠিক ভাবে ব্যবহৃত হয় ।

এই প্রকল্পগুলির প্রত্যেকটিতে দক্ষতা গুলিকে তাদের গুরুত্ব অনুযায়ী বিন্যস্ত করে নিতে হবে এবং কোনো দক্ষতাই অবলিত না হয় তা নিশ্চিন্ত করতে হবে । প্রতিটি চাকুরী প্রশিক্ষক প্রাপক কে প্রতিটি দক্ষতা অর্জনে উৎসাহিত করতে হবে না, কিন্তু শিক্ষক প্রশিক্ষকের দৃষ্টিকোন থেকে একটি প্রতিষ্ঠান যাতে একটি শিক্ষাবর্ষে সবকটি দক্ষতা, দায়বদ্ধতা ও কাজের ক্ষেত্রগুলি নিয়ে আলোচনা করে সেইটি দেখতে হবে ।

— প্রতিটি প্রকল্পে ন্যূনতম শিক্ষামান সম্পর্কে ধারানা ও তার রূপায়নের পদ্ধতি আলোচনা করতে হবে । এই প্রসঙ্গে দায়বদ্ধতা ও কাজের ক্ষেত্রগুলির উল্লেখ বিশেষ ভাবে হওয়া প্রয়োজন ।

— বিশেষ ভাবে চিহ্নিত দক্ষতার ক্ষেত্রগুলি এবং বিশেষ দক্ষতার জায়গাগুলিও আলোচিত হওয়া উচিত এবং অংশ গ্রহন কারীদের সাহায্যে একটি ব্যাপক পরিমার্জিত তালিকা তৈরী করা উচিত,

— চিহ্নিত দক্ষতার সাথে যুক্ত করে নিয়ে পাঠক্রমের প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তুগুলি অংশ গ্রহনকারীরা চিহ্নত করে নেবেন । সে উদ্দেশ্যে তাঁরা এইসব দক্ষতার পরিপোষক পাঠক্রমের অন্তর্গত ও তার বহির্ভূত কার্যাবলীরও একটি তালিকা প্রস্তুত করে নেবেন ।

— প্রকল্পে শেষ দিনে বাকী দক্ষতাগুলি অংশ গ্রহনকারীরা কিভাবে স্বপ্রযুক্ত শিক্ষণের মাধ্যমে অনুধারন করবেন ও আত্মস্থ করে নেবেন সেটি পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করতে হবে,

— শিক্ষকদের সাথে আদানপ্রদান মূলক পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করতে হবে। অংশ গ্রহনকারী শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির উপাদানকে কাজে লাগিয়ে এইসব প্রকল্পকে কার্যকারী রূপ দেওয়া যেতে পারে। প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ গ্রহনকারীরা প্রয়োজন মাফিক তাকে পরিপূরণ করে যাবেন,

— প্রকল্পের শেষ দিনে অংশ গ্রহনাকরীদের কাছ থেকে উপদেশ ও নির্দেশ গ্রহণ করতে হবে যাতে ভবিষ্যতের প্রকল্পের জন্য পরিমার্জিত পরিকল্পনার খসড়া তৈরী করে নেওয়া যায়।

— পরবর্ত্তী কাজের ধাপ নিরূপন করতে হবে যাতে সদ্যসমাপ্ত প্রকল্পের কার্যকারিতা সম্পর্কে অংশ গ্রহনকারীদের মতামত জেনে নেওয়া যেতে পারে।

শিক্ষকদের কোন কোন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন সেইটি জেনে নিয়েই কেবলমাত্র চাকুরীরত শিক্ষকদের কার্যকরী প্রশিক্ষণ প্রকল্প পরিচালনা করা যাবে। চাকুরীরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি এই প্রয়োজন বির্ধারনের জন্য দরকারী সমীক্ষা চালাবে।

উন্নতমানের বিদ্যালয় শিক্ষার প্রয়োজনে দক্ষতা ভিত্তিক ও দায়বদ্ধতামুখী শিক্ষক প্রশিক্ষণ

দক্ষতা	দায়বদ্ধতা	কাজ
— পরিপ্রেক্ষিত সংক্রান্ত	শিক্ষার্থীর প্রতি	শ্রেনীকক্ষে
— ধারনা সংক্রন্ত	সমাজের প্রতি	বিদ্যালয় স্তরে
— বিষয়বস্তুমূলক	পেশার প্রতি	বিদ্যালয়ের বাইরে
— আদান প্রদান মূলক	উৎকর্ষের প্রতি	পিতামাতার সাথে সম্পর্কিত
— অন্যান্য শিক্ষমূলক	মৌলিক মূল্যবোধের প্রতি	জনগোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কিত
কাজের সাথে সম্পর্কিত		
— পঠণ পাঠণের উপাদান প্রস্তুতি		
— মূল্যায়ণ		
— পরিচালনা		
— পিতামাতার সাথে কাজ করা সংক্রান্ত		
— জনগোষ্ঠী ও অন্যান্য সংস্থার সাথে কাজ করা সংক্রান্ত		

ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে, চাকুরীরত প্রশিক্ষণ প্রাপক শিক্ষকদের কি ধরনের দক্ষতার প্রয়োজন হয়ে তা গুরুত্ব অনুযায়ী সাজিয়ে নেওয়া যেতে পারে। প্রকল্পটি কতদিন ধরে চলবে ও কি কি দক্ষতার কথা সেখানে আলোচিত হবে তা ও যথাযথ ভাবে স্থির করে নিতে হবে। এই নতুন পদ্ধতি শিক্ষকরা গ্রহন করলে এবং আত্মস্থ করে নিলে নতুন ধরনের প্রশিক্ষণের উপাদান তৈরী কারে নিতে হবে। প্রশিক্ষকরা

এইসব উপাদান তৈরী করবেন ও অংশ গ্রহনকারী শিক্ষকদের সহায়তা নিয়ে তাকে পরিমার্জিত করে তুলবেন

চাকুরীকালীন শিক্ষক প্রশিক্ষণের জোর যখনই দক্ষতা , দায়বদ্ধতা ও কাজের ক্ষেত্রগুলির ওপরে পরড়ে , তখনই তার কার্যকারিতাও বাড়বে । সেহেতু পদ্ধতি হয়ে উঠবে আরো সুনির্দিষ্ট ও লক্ষ্যাভিমুখী । চাকুরীরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ পরিচালনার আরো নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হবে । সে পদ্ধতি ফলে, শিক্ষকদের আরো বেশী উৎসাহিত ও আরো বেশী আত্মবিশ্বাসে উজ্জীবিত করে তোলা যাবে । ফলে, বিদ্যালয়ে পঠণ পাঠণ প্রক্রিয়া হবে আরো গতিশীল এবং অংশগ্রহনমূলক । আর তার ফলে প্রায় সব বিদ্যালয়ের শিক্ষকের শিক্ষার মান হবে উন্নত ।
